অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ন্যায়সঙ্গত

THE SWADHIKAR

স্বাধিকার

ইউনাইটেড পিপল্‌স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ) এর মুখপত্র

স্বাধিকার কিনুন
স্বাধিকার পড়ুন
আন্দোলনে সামিল হোন

বুলেটিন নং: ৪০, বর্ষ: ১২, সংখ্যা: ৪, প্রকাশ কাল: ১০ সেপ্টেম্বর ২০০৬, শুভেচ্ছা মূল্য: ১০ টাকা $ 5, ইউপিডিএফ-এর ওয়েবসাইট, www.updfcht.org, Email: updfcht@yahoo.co

আগামী সংসদ নির্বাচনে অংশ নেবে ইপিডিএফ

পার্বত্য চট্টগ্রামে নয়া যুগের পার্টি ইউনাইটেড পিপল্‌স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ) ২০০৭ সালে অনুষ্ঠিতব্য নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ নেবে। গত ৮ সেপ্টেম্বর খাগড়াছড়ি ও রাঙ্গামাটির ১৫টি স্পটে এবং ঢাকা ও চট্টগ্রামে একযোগে দেয়া গণ ব্রিফিং-এ এ সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেয়া হয়েছে। ইউপিডিএফ আগামী নির্বাচনের জন্য পার্টির ব্যানারে প্রস্তুতি নিতে জনগণের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে।

ব্রিফিং-এ বলা হয়, আওয়ামী লীগ ও বিএনপির মতো জাতীয় রাজনৈতিক দলগুলোকে ভোট দিয়ে পাহাড়ি জনগণের কোন লাভ হয়নি। কারণ এই দলগুলো কখনোই পাহাড়িদের স্বার্থ দেখে না। এই দলগুলোকে ভোট দেয়ার পরও পার্বত্য চট্টগ্রামে পাহাড়িরা প্রতিদিন নির্যাতিত হচ্ছে, জায়গা-জমি হারাচ্ছে, ধর্ষণের শিকার হচ্ছে। নিজের মাতৃভূমিতেই পাহাড়ি জনগণ আজ পরবাসী। সমতল থেকে নিয়ে আসা সেটলাররা সবকিছু গ্রাস করতে বসেছে। বর্তমান বিএনপি জোট সরকারের আমলে যেমন এসব ঘটছে, বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলেও নির্যতানের ঘটনা অহরহ ঘটেছে। বস্তুতঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম প্রশ্নে আওয়ামী লীগ ও বিএনপির মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। বিএনপি উগ্রজাতীয়তাবাদী উগ্রসাম্প্রদায়িক দল। তারা পাহাড়িদের গলায় ফাঁস পরিয়ে দিয়ে শেষ করে দিতে চায়। আর অন্যদিকে আওয়ামী লীগ চায় বিষাক্ত ইনজেকশন পুশ করে দিয়ে আমাদের জাতির জীবনীশক্তি ধীরে ধীরে নিঃশেষ করে দিতে। আওয়ামী লীগের যদি সত্যিই পাহাড়ি জনগণের প্রতি দরদ থাকে, তাহলে পার্বত্য চট্টগ্রামের তিনটি সংসদীয় আসন এখনকার আঞ্চলিক রাজনৈতিক দলগুলোকে ছেড়ে দিক। কিন্তু আওয়ামী লীগ কেবল মুখে পাহাড়ি দরদ দেখাতে চায়, কাজে নয়। দেশের অনেক অপ্রধান বিষয় নিয়ে গত পাঁচ বছরে তারা হরদম হরতাল, ঘেরাও, অবরোধ, লংমার্চ, গণজমায়েত করেছে; অথচ পার্বত্য চট্টগ্রামে এত নির্যাতন, ভূমি বেদখল সত্বেও তারা মুখে কুলুপ দিয়ে থেকেছে। আন্দোলন করা তো দূরের কথা পাহাড়িদের পক্ষে তারা একটি কথাও বলেনি। দক্ষিণ পার্বত্য চট্টগ্রাম বান্দরবানের বীর বাহাদুর এমপির কথা ধরা যাক। তিনি আওয়ামী লীগের টিকেটে পর পর তিন বার সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন। কিন্তু তাতে বান্দরবানের জনগণের কি উপকার হয়েছে? বরং সেখানেই পাহাড়িদের জমি হারানোর হার বেশী। পার্বত্য চট্টগ্রামের অন্যান্য অঞ্চলের চাইতে সেখানকার জনগণই সবচেয়ে বেশী পশ্চাদপদ।

- আওয়ামী লীগ ও বিএনপিকে ভোট দিয়ে কোন লাভ হয়নি
- ইউপিডিএফ-এর ব্যানারে নির্বাচনী প্রস্তুতি নেয়ার আহ্বান।
- আওয়ামী লীগ যদি সত্যিকার অর্থে পাহাড়ি দরদী হয়ে থাকে তাহলে পার্বত্য চট্টগ্রামের তিনটি আসন ছেড়ে দিক।

সুতরাং, এ কথা পরিষ্কার যে, জাতীয় রাজনৈতিক দলগুলোর মনোনীত প্রার্থী হয়ে কোন পাহাড়ি নির্বাচনে জয় লাভ করলেও সে তার এলাকার জনগণের স্বার্থের যথার্থ প্রতিনিধিত্ব করতে পারে না। কারণ এখানে ঐ সব রাজনৈতিক দলের স্বার্থ ও পাহাড়ি জনগণের স্বার্থ ৭ম পাতায় দেখুন

ফুট্টছড়ি বৌদ্ধ বিহারে সেনাদের তাস খেলার আসর

প্রখর, ১০ আগষ্ট ২০০৬

ফুট্টছড়ি বৌদ্ধ মন্দির যেখানে সেনারা তাসের আড্ডা বসায়

লক্ষ্মীছড়ি থানার বর্মাছড়ি ইউনিয়নে ফুট্টছড়ি একটি প্রত্যন্ত গ্রাম। গ্রামবাসীরা খুব আগ্রহ নিয়ে নির্মাণ করেন একটি কিয়ং বা বৌদ্ধ বিহার। বিহারের পবিত্রতা রক্ষায় গ্রামবাসীরা সদা সচেষ্ট। কিন্তু রাষ্ট্রীয় বাহিনীর কারণে অনেক সময় এই পবিত্রতা রক্ষা করা যায় না।

লক্ষ্মীছড়ি জোনের অধীন শুকনাছড়ি ক্যাম্প থেকে আর্মিরা প্রায়ই ফুট্টছড়ি ২য় পাতায় দেখুন

কুদুকছড়িতে সন্ত্র জঙ্গিদের হাতে ইউপিডিএফ কর্মিসহ তিন ব্যক্তি খুন

স্বাধিকার রিপোর্ট॥ ৯ জুলাই গভীর রাতে যখন সমস্ত পৃথিবী বিশ্বকাপ ফাইন্যাল খেলা উপভোগ করছিল, তখন অন্ধকারের জীব জনসংহতি সমিতির সশস্ত্র জঙ্গিরা মধ্য পার্বত্য চট্টগ্রাম রাঙ্গামাটি জেলার কুদুকছড়ির এক গ্রামে নরহত্যার বর্বর আনন্দে মেতে উঠে।

নুয়া কেরেতছড়ি গ্রামে মধ্যরাতের এই সন্ত্রাসী হামলায় এক ইউপিডিএফ সদস্যসহ তিনজন নিহত ও দুই জন আহত হন। নিহতরা হলেন মিসেস প্রেমলতা চাকমা স্বামীর নাম বিজয় শান্তি চাকমা, তার জামাই টলোমনি চাকমা (৪০) ও ইউপিডিএফ সদস্য ২য় পাতায় দেখুন

মেরুং-এ কিশোরী ধর্ষিত

দিঘীনালার ছোট মেরুং-এ এক কিশোরীকে ধর্ষণের পর খুন করার খবর পাওয়া গেছে। ১৫ বছর বয়সী কিশোরীর নাম রুনা চাকমা। তার পিতার নাম জ্ঞান জ্যোতি চাকমা। গ্রাম ২৫৫ নং ছোট হাজাছড়া মৌজাধীন অঙ্গদা মাস্টার পাড়া।

রুনা ছোট মেরুং উচ্চ বিদ্যালয়ে নবম শ্রেণীর ছাত্রী। জানা যায়, গত ২ সেপ্টেম্বর সে পরীক্ষা দিতে স্কুলে যায়। তার সহপাঠিরা জানায় পরীক্ষা শেষে তারা স্কুল থেকে বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। কিছুদূর একসাথে হাঁটার পর তাদের পথ ভিন্ন হয়ে যায়। তাদের ধারণা, পথে ওঁৎ পেতে থাকা সেটলাররা তাকে ২য় পাতায় দেখুন

পিসিপির ১৫তম কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সম্পন্ন

১৯ সদস্য বিশিষ্ট নতুন কেন্দ্রীয় কমিটি গঠিত

'সকল জাতিসত্তার সাংবিধানিক স্বীকৃতি চাই, উপজাতি বানানোর ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে গর্জে উঠুন' এই শ্লোগানকে সামনে রেখে সরকারের নিপীড়ন-নির্যাতনের বিরুদ্ধে লড়াই-সংগ্রাম জোরদার করার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করার মধ্য দিয়ে ২৭-২৯ জুলাই '০৬ বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ(পিসিপি)-এর তিন দিন ব্যাপী ১৫তম কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সম্পন্ন হয়েছে।

২৭জুলাই '০৬ সকাল ১১ টায় ঢাকায় টিএসসি সড়ক দ্বীপে কাউন্সিলের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শুরু হয়। কাউন্সিল উদ্বোধন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশিষ্ট শিক্ষক অধ্যাপক ড. আকমল হোসেন। উদ্বোধনী সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন পিসিপি'র কেন্দ্রীয় সভাপতি রূপন চাকমা। এতে বক্তব্য রাখেন ইউনাইটেড পিপল্‌স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট(ইউপিডিএফ) এর কেন্দ্রীয় সদস্য সচিব চাকমা, গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মিঠুন চাকমা, হিল উইমেন্স ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক কনিকা দেওয়ান। কাউন্সিলের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সংহতি জানিয়ে বক্তব্য রাখেন জাতীয় মুক্তি কাউন্সিলের ২য় পাতায় দেখুন

বাদোলহাদ বিয়ে বাড়িতে সেনা হামলা: নিহত ১, গ্রেফতার ৬

স্বাধিকার রিপোর্ট॥ উত্তর পার্বত্য চট্টগ্রামের মহালছড়ি থানাধীন বাদলহাট নামক গ্রামে একটি বিয়ে বাড়িতে হানা দিয়ে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সদস্যরা এক ব্যক্তিকে শারীরিক নির্যাতন চালিয়ে মেরে ফেলেছে ও অন্য ৬ জনকে আটক করেছে। তাদেরকে এখন সন্ত্রাসী হিসেবে চিত্রিত করার চেষ্টা চলছে। আটককৃতদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা রুজু করে জেলে দেয়া হয়েছে।

গত ১৪ জুলাই রাতে এ ঘটনা ঘটে। মহালছড়ি জোনের ৪০-৫০ জনের ৭ম পাতায় দেখুন

গুরগুজ্যাছড়িতে ইউপিডিএফ সদস্য আটক

স্বাধিকার রিপোর্ট॥ ২১ জুলাই উত্তর পার্বত্য চট্টগ্রামের গুরগুজ্যাছড়ি থেকে সেনাবাহিনীর সদস্যরা ইউপিডিএফ-এর এক সদস্য দিব্য চাকমা ও ম্যান্ডেলা চাকমা নামে অপর এক সমর্থককে আটক করে। সেনারা তাদের ওপর অমানুষিক শারীরিক নির্যাতন চালায় ও ক্যাম্পে নিয়ে যায়।

আটকের সময় দিব্য চাকমা খাগড়াছড়িস্থ পার্টি অফিসে আসার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। সেনারা ধর্মাঙ্কুর বৌদ্ধ বিহারে ঢুকে বিহারের জিনিসপত্র তছনছ করে দেয় ও বিহার অধ্যক্ষ বা ভান্তের সাথে চরম অসৌজন্যমূলক আচরণ করে। এরপর সেনারা গ্রামের লোকজনকে ২য় পাতায় দেখুন

পার্বত্য চট্টগ্রাম পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করে জনগণের সাথে ইউপিডিএফ-এর মত বিনিময়

স্বাধিকার ডেস্ক

পার্বত্য চট্টগ্রামের সার্বিক পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করে ইউপিডিএফ ২৮ জুলাই এক যোগে বিভিন্ন এলাকায় জনগণের সাথে মত বিনিময় সভার আয়োজন করে। এতে চলমান ভ্রাতৃঘাতি সংঘাত ও তার ফলাফল সম্পর্কে ব্যাখ্যা দেয়া হয় ও পরিস্থিতি উত্তরণে এলাকার মুরুব্বীদের সহযোগিতা কামনা করা হয়। মত বিনিময় সভাগুলো অনুষ্ঠিত হয় উত্তর পার্বত্য চট্টগ্রামের খাগড়াছড়ি সদর, লক্ষ্মীছড়ি, দিঘীনালার বাবুছড়া, মধ্য পার্বত্য চট্টগ্রামের নান্যাচর, কুদুকছড়ি ও কাউখালিতে। বহু গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই সভায় অংশগ্রহণ করে খোলামেলাভাবে তাদের মতামত প্রদান করেন। তারা ভ্রাতৃঘাতি সংঘাত নিরসনে ইউপিডিএফ-এর

বর্মাছড়িতে অনুষ্ঠিত মত বিনিময় সভা

উদ্যোগের প্রশংসা করেন ও জেএসএস-এর সাথে সমঝোতার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখার পরামর্শ দেন। ইউপিডিএফ নেতৃবৃন্দ বলেন, ভ্রাতৃঘাতি সংঘাত নিরসনে সকলের ভূমিকা রয়েছে। নেতৃবৃন্দ সমঝোতা প্রশ্নে জনসংহতি সমিতির নেতিবাচক ভূমিকা তুলে ধরেন এবং হানাহানি বন্ধ করতে জেএসএস নেতৃবৃন্দের ওপর চাপ অব্যাহত রাখতে সকলের প্রতি অনুরোধ জানান।

সন্ত্র লারমার কাছেও আমি গিয়েছি। সমঝোতার ব্যাপারে প্রশ্ন করেছি। তিনি আমার প্রশ্ন শুনেই তেলে বেগুনে জ্বলে উঠে বলেন, 'সরকার থেকে যা পাই তার অর্ধেক উন্নয়নের জন্য ব্যয় করি, আর বাকি অর্ধেক দিয়ে গুলি কিনি ইউপিডিএফ-কে মারার জন্য।'

সভায় উপস্থিত অনেকে প্রশ্ন করেন আগামী সংসদ নির্বাচনে ইউপিডিএফ-এর ভূমিকা কি হবে। এর উত্তরে ইউপিডিএফ-এর পক্ষ থেকে জানানো হয় গত নির্বাচনের মতো আসন্ন নির্বাচনেও ইউপিডিএফ প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করবে। তারা বলেন আওয়ামী লীগ, বিএনপি, জামাতের মতো দলগুলো পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের এবং বিশেষ করে পাহাড়ি জনগণের ২য় পাতায় দেখুন

ফুট্টছড়ি বৌদ্ধ বিহারে সেনাদের তাস

১ম পাতার পর

গ্রামে টহল (?) দিতে যান। গ্রামে ঢুকার সাথে সাথেই তাদের অবস্থান হয় এই ফুট্টছড়ি বৌদ্ধ বিহারে। যেন এটা তাদের ব্যারাক। সেখানে তারা জুতা পায়ে প্রবেশ করে তাস খেলার আসর জমান। সারাদিন তাস খেলার পর সন্ধ্যায় তারা ক্যাম্পে ফিরে যান। এতে গ্রামের ধর্মপ্রাণ জনসাধারণের ধর্ম পালনে সাংঘাতিকভাবে ব্যাঘাত ঘটে।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে এক গ্রামবাসী জানান তিনি একবার আর্মিদের অনুরোধ করেছিলেন তারা যেন বিহারে জুতা পায়ে না ঢুকেন এবং তাস না খেলেন। কিন্তু এর জন্য তিনি মহা বিপদে পড়েন। সেনারা এই কথা বলার পর তাকে হুমকি দেয় ও নাস্তানাবুদ করে। "তারা আমাকে বলে তুমি এই পার্টি কর, সেই পার্টি কর, সন্ত্রাস কর, চাঁদাবাজি কর। তোমাকে চালান দেয়া হবে ইত্যাদি ইত্যাদি", তিনি জানান। আর্মিরা তাকে প্রায় মেরেছিল, তবে তাদের কর্মকান্ড বিষয়ে ভুলেও কোন কথা তুলবেন না এই বলে নতজানু হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করেই কেবল তিনি নিজের পিঠ রক্ষা করতে সক্ষম হন।

মেরুং-এ কিশোরী ধর্ষিত

১ম পাতার পর

ধর্ষণের পর খুন করেছে। কারণ ছোট মেরুং-এ বহু সেটলার পরিবার রয়েছে।

ঐদিনই সন্ধ্যা ৬টায় রুনার লাশ পাওয়া যায়। থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে কিনা জানা যায়নি। হিল উইমেন্স ফেডারেশন এ ঘটনার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছে। সংগঠনের সভাপতি সোনালী চাকমা বলেন, যতদিন সেটলার ও সেনাবাহিনী পার্বত্য চট্টগ্রামে থাকবে ততদিন পাহাড়ি নারীরা নিরাপদে থাকতে পারবে না।

কুদুকছড়িতে সন্তু জঙ্গিদের হাতে

১ম পাতার পর

সুশীল চাকমা পীং ভাজা চাকমা গ্রাম কুদুকছড়ি নীচ পাড়া।

হামলার সময় তারা অনিল চাকমার বাড়িতে টেলিভিশনে বিশ্বকাপ ফাইন্যাল খেলা দেখছিলেন। জঙ্গি চাকমার নেতৃত্বে ১৫ - ২০ জনের সশস্ত্র জেএসএস এর ব্ল্যাক ডগ ইউনিটের জঙ্গিরা নির্বিচারে গুলি চালালে তারা ঘটনাস্থলে মারা যান। জেএসএস জঙ্গিরা চলে যাওয়ার সময় অনিল চাকমার বাড়ি জ্বালিয়ে দেয় ও একটি টেম্পু বোট নিয়ে যায়।

আহত দুই ইউপিডিএফ সদস্যের একজনকে চট্টগ্রামের একটি ক্লিনিকে ভর্তি করা হয়। তার নাম সন্তোষ চাকমা (১৮) পিতার নাম জ্ঞান প্রকাশ চাকমা গ্রাম শিয়াল্যা পাড়া, বুড়িঘাট। তিনি এর আগে একবার জেএসএস জঙ্গিদের হামলায় আহত হয়েছিলেন। আহত অপর ইউপিডিএফ সদস্যের নাম হলো মিধু চাকমা (১৮) পিতার নাম লক্ষীধন চাকমা, গ্রাম লক্ষীছড়ি।

জঙ্গি হামলার প্রতিবাদে ইউপিডিএফ ১১ জুলাই রাঙ্গামাটি - খাগড়াছড়ি সড়কে অবরোধের ডাক দেয়। ইউপিডিএফ খাগড়াছড়ি ইউনিট প্রতিবাদ মিছিল ও সমাবেশের আয়োজন করে এবং খুনী জেএসএস জঙ্গিদের গ্রেফতারের দাবি জানায়। চট্টগ্রাম ও ঢাকায়ও প্রতিবাদ অনুষ্ঠিত হয়।

ইতিপূর্বেও কুদুকছড়িতে জেএসএস জঙ্গিরা বেশ কয়েকবার হামলা চালিয়েছে। কেবল এক মাস আগে ঘিলাছড়িতে গুলি করে ইউপিডিএফ সদস্য ফিদিক্যা চাকমাকে খুন করা হয়। তার আগে ৩১ মে কুদুকছড়ির পার্টি অফিসে হামলা চালিয়ে চরণ সিং তঞ্চঙ্গ্যাকে আহত করা হয়।

এভাবে একের পর এক হামলা সত্বেও সরকার নীরব রয়েছে। সন্ত্রাসীদের পুলিশ কেশাগ্রও স্পর্শ করে না। বরং সেনাবাহিনী গোপনে তাদের সহযোগিতা দিয়ে থাকে।

পিসিপির ১৫তম কেন্দ্রীয় কাউন্সিল

১ম পাতার পর

কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক ফয়জুল হাকিম লালা, বাংলাদেশ ছাত্র ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় আহবায়ক সামিউল আলম রিচি, জাতীয় ছাত্র দলের সভাপতি প্রকাশ দত্ত, বাংলাদেশ ছাত্র কেন্দ্রের সভাপতি মহীন উদ্দীন চৌধুরী লিটন প্রমুখ। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন পিসিপি'র কেন্দ্রীয় শিল্প, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক ক্যহ্লাচিং মারমা। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন পিসিপি কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক দীপংকর ত্রিপুরা।

বক্তারা বলেন, এমন এক সময়ে এই কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হচ্ছে যখন পার্বত্য চট্টগ্রামসহ গোটা দেশের সার্বিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি একটা বিস্ফোরণমুখ অবস্থায় বিরাজ করছে। ক্রস ফায়ারের নামে বিনা বিচারে মানুষ হত্যা, দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি, গার্মেন্টসে শ্রমিকদের উপর নিপীড়ন-নির্যাতন, সংখালঘু জাতিসত্তার উপর হামলা এবং নারী নির্যাতনের মতো ঘটনা আজ নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে সেনাশাসন অপারেশন উত্তরণের আওতায় সেখানে সেনাবাহিনীকে দিয়ে মানুষ খুন করার লাইসেন্স দেয়া হয়েছে। সাধারণ জনগণের উপর নিপীড়ন-নির্যাতন চালানো হচ্ছে। প্রতিনিয়ত বাঙালী অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে পাহাড়িদের জায়গা-জমি কেড়ে নেয়ার ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে। উচ্ছেদ করা হচ্ছে পাহাড়ি জনগণকে।

বক্তারা বলেন, ১৯৮৯ সালের ৪ঠা মে সংঘটিত লংগদু গণহত্যার প্রতিবাদে মৌন মিছিল আয়োজনের মাধ্যমে পিসিপি তার সংগ্রামী পদযাত্রা শুরু করে। জুম্ম ধ্বংসের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে পিসিপি সব সময় সোচ্চার ভূমিকা পলন করে আসছে। অত্যাচারের বিরুদ্ধে ছাত্র সমাজের কণ্ঠ স্তব্ধ করার জন্য সরকার জুম্ম জনগণের স্বায়ত্তশাসনের আন্দোলনকে স্বাধীনতাবিরোধী, বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন হিসেবে আখ্যা দেয়ার চেষ্টা করে। আন্দোলন দমন করার জন্য সরকার বহিরাগত সেটলারদের লেলিয়ে দিয়ে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাঁধানোর প্রচেষ্টা চালায়। এরপর সরকার 'ভাগ করো শাসন করো' নীতির মাধ্যমে ছাত্র সমাজের মধ্যে সমাজ বিরোধী অংশকে অর্থের বিনিময়ে কিনে নিয়ে পিসিপি'র বিরুদ্ধে ব্যবহার করে।

বক্তারা বলেন, ১৯৯৭ সালে জেএসএস জুম্ম জনগণের আশা-আকাঙ্খাকে জলাঞ্জলি দিয়ে আপোষ চুক্তি স্বাক্ষর করে। এই আপোষ চুক্তির মাধ্যমে জুম্ম জনগণ কিছুই লাভ করেনি বরং সৃষ্টি হয় ভ্রাতৃঘাতি সংঘাত। এক সময় যে শক্তি জুম্ম জনগণকে রক্ষা করতো আজ সে শক্তি জেএসএস সরকারের কাছে বিকিয়ে দিয়ে নিজেই একটা প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিতে রূপান্তরিত হয়েছে। যার ফলে সরকার 'জুম্ম দিয়ে জুম্ম ধ্বংসের' নীতিকে খুব সহজেই বাস্তবায়ন করছে।

বক্তরা আরো বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিসত্তাসমূহকে শাসকগোষ্ঠি পদানত করে রাখতে অসম্মানজনক এবং আপত্তিকর 'উপজাতি' আখ্যায়িত করে অধিপতি জাতির 'অধঃস্তন' হিসেবে রাখতে চায়। পার্বত্য চট্টগ্রামসহ দেশের সকল ক্ষুদ্র জাতিসত্তাসমূহকে উপজাতি, আদিবাসী'র পরিবর্তে 'জাতিসত্তা' বা 'Nationality' আখ্যায়িত করার জন্য বক্তারা সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।

বক্তারা অবিলম্বে পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে সেনাবাহিনী প্রত্যাহার, অপারেশন উত্তরণের নামে পরিচালিত সেনা শাসন বন্ধের দাবিসহ পাহাড়িদের ভূমি বেদখলের প্রতিবাদ জানান। সমাবেশ শেষে টিএসসি সড়ক দ্বীপ হতে এক র‍্যালি বের করা হয়। র‍্যালিটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ করে শহীদ মিনারে গিয়ে শেষ হয়।

তিন দিন ব্যাপী কাউন্সিল শেষে দীপংকর ত্রিপুরাকে সভাপিত, সুনির্মল চাকমা জিম্পুকে সাধারণ সম্পাদক, ভবতোষ চাকমাকে সাংগঠনিক সম্পাদক, ক্যহ্লাচিং মারমাকে অর্থ সম্পাদক ও অংগ্য মারমাকে দপ্তর সম্পাদক করে ১৯ সদস্য বিশিষ্ট নতুন কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন করা হয়। নতুন কমিটিকে শপথ বাক্য পাঠ করান বিদায়ী কেন্দ্রীয় সভাপতি রূপন চাকমা। নতুন কেন্দ্রীয় কমিটির নেতৃবৃন্দ আগামী দিনের লড়াই সংগ্রাম জোরদার করার দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন এবং সকল অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ ছাত্র আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য পার্বত্য চট্টগ্রামসহ সারাদেশের ছাত্র সমাজের প্রতি আহ্বান জানান।

গুরগুজ্যাছড়িতে ইউপিডিএফ সদস্য

১ম পাতার পর

একটি খোলা জায়গায় জড়ো করার পর তাদের ভিডিও করে। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সেখানে তাদের আটকে রাখা হয়।

দিব্য চাকমা ও ম্যান্ডেলা চাকমাকে সেনারা পুলিশের কাছে সোপর্দ করে। তাদেরকে এখন মিথ্যা মামলায় খাগড়াছড়ি জেলে অন্তরীণ রাখা হয়েছে।

এদিকে মাইসছড়িতে সেটলাররা নতুন করে পাহাড়িদের মালিকানাধীন জমি বেদখল শুরু করেছে বলে জানা গেছে। সন্তু লারমার লেলিয়ে দেয়া সশস্ত্র জঙ্গিদের সশস্ত্র তৎপরতা বৃদ্ধির সুযোগ নিয়ে সেটলাররা সরকারের মদদে এ কাজ করছে বলে অভিজ্ঞ মহলের ধারণা।

পার্বত্য চট্টগ্রামের পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করে

১ম পাতার পর

প্রতিনিধিত্ব করে না। তাদেরকে ভোট দিয়ে পাহাড়ি জনগণের কোন উপকার হয়নি। জনগণের ওপর হামলা অত্যাচার কোন সরকারের আমলে বন্ধ ছিল না। এই সব দলের টিকেটে নির্বাচিত হলে সংসদে জনগণের পক্ষে কথা বলা যায় না। এমপিসহ তার আশে পাশের দুই একজন ঠিকাদারী, চাকুরী, সুবিধাজনক স্থানে বদলী ইত্যাদি ছিঁটেফোটা সুবিধা পায় মাত্র। জনগণ কোন সুবিধাই পায় না। ফলে এ সব সুবিধা পাওয়ার জন্য পাহাড়িদের মধ্যে কেউ কেউ আওয়ামী লীগ ও বিএনপির পক্ষে কথা বলে। অবশ্য অনেকে না বুঝে অথবা হতাশায় ভোগার কারণে এ সব দলের পক্ষে ওকালতি করে।

লক্ষীছড়ি

স্বাধিকার প্রতিবেদক প্রখর জানান, চলমান ভ্রাতৃঘাতি সংঘাত ও তার ফলাফল, আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও পার্বত্য চট্টগ্রামের সার্বিক পরিস্থিতি এই তিন বিষয়ের ওপর গত ২৮ জুলাই বর্মাছড়িতে এক সাধারণ মত বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উদয় চাকমার পরিচালনায় সভায় সভাপতিত্ব করেন বর্মাছড়ি মুখ পাড়ার স্নেহ কুমার চাকমা। বক্তব্য রাখেন বর্মাছড়ি ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান আক্রক্যা মার্মা, হরি মোহন চাকমা ও রাজিব মার্মা প্রমুখ। পার্টির পক্ষ থেকে মূল বক্তব্য রাখেন আনন্দ প্রকাশ চাকমা। বর্মাছড়ি ও ফটিকছড়ি (কাউখালি) ইউনিয়নের মোট ২১টি গ্রাম থেকে প্রায় ৪০০ লোক সভায় উপস্থিত ছিলেন। বর্তমান ও সাবেক ইউপি মেম্বার, সরকারী ও বেসরকারী স্কুলের শিক্ষক, ভিলেজ ও যুব কমিটির সদস্য, কার্বারী, ব্যবসায়ী ও সাধারণ খেটে খাওয়া লোকজনসহ সমাজের সর্বস্তরের প্রতিনিধির অংশগ্রহণ ছিল উক্ত মত বিনিময় সভায়।

উপস্থিত অনেকে আলোচনায় অংশ নেন ও খোলামেলাভাবে তাদের মতামত তুলে ধরেন। তারা চলমান ভ্রাতৃঘাতি সংঘাত সম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন এই সংঘাত আমাদের ঐক্য ও সংহতিকে চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। আমাদের নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্বের সুযোগ নিয়ে সরকার সেটলারদের দিয়ে পাহাড়িদের জায়গা জমি প্রতিনিয়ত বেদখল করে চলেছে। আমরা এখন ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে। তারা আরো বলেন, ইউপিডিএফ-এর সমঝোতার আহ্বানে আমরা আশান্বিত হই। কিন্তু জেএসএস-এর নেতিবাচক ভূমিকা ও জঙ্গি তৎপরতার কারণে সব আশা নিরাশায় পর্যবসিত হয়। তারা স্পষ্ট ভাষায় বলেন, একমাত্র সন্তু লার্মার হীন ব্যক্তি স্বার্থ ও উগ্রতার কারণে সংঘাতময় অবস্থা জিইয়ে রয়েছে। বক্তারা সন্তু লার্মা ও তার জঙ্গি অনুসারীদের উদ্দেশ্য ও আত্মঘাতি অপতৎপরতাকে ধিক্কার জানান।

আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বক্তারা দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত করে বলেন কোন অবস্থাতেই আওয়ামী লীগ, বিএনপি, জাপা ইত্যাদি জাতীয় দল নামধারী বিজাতীয় ও গণবিরোধী দলগুলোকে ভোট দিয়ে নিজেদের সর্বনাশ ডেকে আনা ঠিক হবে না। তাদের আশ্রয়ে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার যুক্তি তুলে ধরার অর্থ হবে শিয়ালের গুহায় মুরগীর আশ্রয় নেয়ার সামিল। স্বতন্ত্রভাবে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার কথা না ভেবে তথাকথিত "বড় ছাদির" নীচে আশ্রয় নেয়া হবে চরম বোকামি ও আত্মঘাতি। এ যাবত "বড় গাছ", "বড় ছাদি" (ছাতা) ধরে ক্ষতি ছাড়া লাভ হয়নি। পাহাড়ি জনগণ আর সেই ভুল করতে পারে না। বক্তারা পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসরত জাতিসত্তাসমূহের অস্তিত্ব রক্ষার প্রশ্নে আওয়ামী লীগ, বিএনপির মিথ্যা গুণগান না গেয়ে আগামী নির্বাচনে ইউপিডিএফ-কে ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করার দৃঢ় সংকল্প ব্যক্ত করেন।

পার্বত্য চট্টগ্রামের বর্তমান সার্বিক পরিস্থিতি সম্পর্কে উপস্থিত সবাই উদ্বেগ প্রকাশ করেন। বিশেষ করে অব্যাহত ভূমি বেদখল, সেনা তৎপরতা ও ক্যাম্প সম্প্রসারণ, অন্যায় জেল জুলুম, অবিরাম বহিরাগত অনুপ্রবেশ ও প্রশাসনিক ষড়যন্ত্র সম্পর্কে বক্তব্যে তুলে ধরা হয় এবং বর্তমান পার্বত্য চট্টগ্রামকে একটি তপ্ত কড়াইয়ের সাথে তুলনা করা হয়। ইউপিডিএফ নেতৃবৃন্দ ঐক্যবদ্ধভাবে সকল ধরনের পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে উপস্থিত সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

কুদুকছড়ি

কুদুকছড়িস্থ ইউপিডিএফ রাঙ্গামাটি জেলা ইউনিট অফিসে অনুষ্ঠিত মত বিনিময় সভায় শতাধিক গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। পার্টির পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন নতুন কুমার চাকমা, চরণ সিং তঞ্চঙ্গ্যাসহ পার্টির জেলা কমিটির সদস্যবৃন্দ।

সভায় পার্টির পক্ষ থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামের বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে ব্যাখ্যা দেয়া হয় এবং সমঝোতা প্রশ্নে জনসংহতি সমিতির নেতিবাচক ভূমিকা তুলে ধরা হয়। উপস্থিত গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ পার্টি কর্তৃক জনগণের সাথে পরিস্থিতি বিষয়ে মত বিনিময় সভা আহ্বান করার জন্য ধন্যবাদ জানান এবং সমঝোতার জন্য আন্তরিক প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে পার্টির প্রতি অনুরোধ জানান। তারা বলেন, জীবনের ঝুঁকি থাকার জন্য তারা অনেক কিছু বলতে পারেন না।

নান্যাচর

নান্যাচরে এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিদের নিয়ে মত বিনিময় সভার আয়োজন করা হয় দুপুর একটায়। সভায় শতাধিক উপস্থিত ছিলেন। পার্টির পক্ষ থেকে পরিস্থিতি সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন মিল্টন চাকমা। তিনি দুই পার্টির মধ্যেকার সমঝোতা বিষয়ে বিস্তারিত তুলে ধরেন। উপস্থিত গণ্যমান্য ব্যক্তিদের মধ্যে অনেকে বক্তব্য রাখেন।

তারা বলেন, আমাদের মধ্যে মারামারির কারণে জনগণকে দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে। জেএসএস দীর্ঘ দিনের আন্দোলন পরিত্যাগ করে সরকারের সাথে চুক্তি করেছে, কিন্তু তাতে জনগণের জীবনে শান্তি আসেনি। চুক্তি স্বাক্ষরের পর ইউপিডিএফ গঠিত হয় জনগণের ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য। আজকে সবচেয়ে চিন্তার বিষয় কিভাবে মারামারি বন্ধ করা যায়। ইউপিডিএফ দীর্ঘ দিন ধরে মারামারি বন্ধ করার জন্য জেএসএস-এর প্রতি আহ্বান জানিয়ে আসছে। নিজেদের মধ্যে হানাহানির কারণে আমাদের শক্তি ক্ষয় হচ্ছে আর সরকার এর সুযোগ নিচ্ছে।

সভায় উপস্থিত জনৈক চেয়ারম্যান (নিরাপত্তার স্বার্থে নাম প্রকাশ করা হলো না) বলেন, আগেও অনেক বার আমরা মিটিং করেছি। পার্টি আমাদের কাছ থেকে পরামর্শ মতামত চাচ্ছে। আগে থেকে আমরা পার্টিকে সহযোগিতা দিয়ে আসছি, ভবিষ্যতেও দেবো।

সমঝোতা সম্পর্কে মতামত দিতে গিয়ে তিনি বলেন, ৬ মাস মারামারি বন্ধ ছিল, হঠাৎ করে আবার শুরু হয়েছে। নিশ্চয়ই একটা কারণ রয়েছে। এই মারামারি বন্ধের জন্য আমরা সরকারী পর্যায়ে এবং দুই পার্টির উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে বার বার আবেদন করেছি।

অপর এক ইউপি চেয়ারম্যান বলেন, চোরে যেমন ধর্মের কাহিনী শোনে না, তেমনি জেএসএস-ও জনগণের কথা শোনে না। চুক্তি করার পর সত্যবীর দেওয়ান জগনাতুলিতে তার সর্বশেষ সাংগঠনিক সফর করতে যায়। ঐ মিটিংে উপস্থিতি লোকজনের চেয়ে তাদের লোকজনের বহরটি বেশী বড় ছিল। যে জনগণের কোলে বসে এতদিন আন্দোলন করা হয়েছে তাদেরকে কেন এত অবিশ্বাস। সে কোন উত্তর দিতে পারেনি। চুক্তি হওয়ার পর পরই খুব ভোরে গামছা দিয়ে মাথা ঢেকে বাঙালীরা যেতে থাকে জাদুকছড়া ও হরিনাথছড়ার দিকে। আর আমরা পাহাড়িরা মদ জুয়ায় মেতে উঠি। যদি ইউপিডিএফ গঠন না হতো তাহলে সন্তু লারমা আমাদেরকে শেষ করতো। সবাইকে তার কথা শুনতে হতো। কেউ কোন কথা বলতে পারতাম না। সন্তু লারমার একগুঁয়েমির কারণে আজকের মারামারি বন্ধ হচ্ছে না। নান্যাচর এলাকা থেকে আমরা বোটে করে রাজার কাছে গিয়েছি তাকে সমঝোতার ব্যাপারে উদ্যোগ নেয়ার অনুরোধ জানাতে। সন্তু লারমার কাছেও আমি গিয়েছি। সমঝোতার ব্যাপারে প্রশ্ন করেছি। তিনি আমার প্রশ্ন শুনেই তেলে বেগুনে জ্বলে উঠে বলেন, 'সরকার থেকে যা পাই তার অর্ধেক উন্নয়নের জন্য ব্যয় করি, আর বাকি অর্ধেক দিয়ে গুলি কিনি ইউপিডিএফ-কে মারার জন্য।' তাহলে বুঝাই যায় কে সমঝোতা চায় আর কে চায় না। বর্তমানে জেএসএস রাজনীতির নামে ব্যবসা করছে। জেএসএস-এর প্রত্যেক নেতা এক একটা এনজিও-র মালিক।

তিনি বলেন, সমঝোতার ব্যাপারে তিনি ভূমিকা রাখতে প্রস্তুত এবং যেখানে যেতে হয় তিনি সেখানে যেতে রাজী আছেন।

কাউখালি

একযোগে আহুত মত বিনিময় সভায় কাউখালিতেও জনগণের মধ্যে যথেষ্ট সাড়া পড়ে। পার্টির পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখেন রুইখই মারমা। কাউখালি ও ঘাগড়ার বহু গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এই সভায় উপস্থিত হন। তারা সমঝোতা প্রশ্নে ইউপিডিএফ-এর অবস্থানকে সমর্থন জানান।

খাগড়াছড়ি

মত বিনিময় সভায় সমঝোতা বিষয়ে বিস্তারিত তুলে ধরেন পার্টির খাগড়াছড়ি ইউনিটের সংগঠক উজ্জ্বল স্মৃতি চাকমা। পানছড়ি, মাইসছড়ি, পেরাছড়া, কমলছড়িসহ বহু এলাকা থেকে গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ সভায় উপস্থিত ছিলেন। তারা জাতির বৃহত্তর স্বার্থে সমঝোতার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখার জন্য ইউপিডিএফ-এর প্রতি আহ্বান জানান।

বাবুছড়া

বাবুছড়া শান্তি নিবাস বৌদ্ধ বিহারে সানি চাকমার সভাপতিত্বে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। ইউপিডিএফ-এর পক্ষ থেকে আরো বক্তব্য রাখেন অনিমেষ চাকমা, সমশান্তি চাকমা ও অতুল চাকমা। গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের মধ্যে মতামত ব্যক্ত করেন প্রাথমিক শিক্ষক কিরণ শঙ্কর চাকমা, সাধন চন্দ্র চাকমা, বাবুছড়া ইউপি সদস্য গোপা দেবী চাকমা, সাবেক ইউপি সদস্য কালেন্দ্র লাল চাকমা, হেডম্যান এবং বাবুছড়া উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক সত্যেন্দ্রীয় চাকমা, শিক্ষক ও শরণার্থী নেতা আনন্দ মোহন চাকমা, দিঘীনালা ইউপি সদস্য সমর বিকাশ চাকমা, সাবেক ইউপি সদস্য কুসুম কুমার চাকমা ও সাবেক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জ্যোতিশ্বর চাকমা।

উপস্থিত গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ এক বাক্যে ইউপিডিএফ-এর সমঝোতা উদ্যোগের প্রশংসা করেন।

বর্মাছড়িতে ইউপিডিএফ নেতার বাড়ি ঘেরাও

স্বাধিকার রিপোর্ট॥

গত ১২ জুলাই বান্যাছোলা ক্যাম্পের এক দল সেনা সদস্য লক্ষ্মীছড়ি থানাধীন বর্মাছড়ি ইউনিয়নের বড়পাড়া গ্রামে ইউপিডিএফ নেতা রুইখই মারমার বাড়ি ঘেরাও করে। এ সময় তিনি বাড়িতে ছিলেন না এবং বাড়িটি ছিল তালাবদ্ধ।

চলে যাওয়ার আগে সেনারা কুসন্তি ত্রিপুরা (৫০) নামের এক বিধবার একটি পোষা শুকরছানাকে লাথির আঘাতে মেরে ফেলে। মৃত শুকর ছানার ক্ষতিপূরণ চাওয়া হলে তা দেয়া হয়নি।

অপারেশনে নেতৃত্বদানকারী সেনা অফিসারটির নাম জানা যায়নি। কারণ সেনারা ক্যাম্প থেকে বের হওয়ার আগে তাদের নেমপ্লেটগুলো খুলে রাখে।

উক্ত সেনা ক্যাম্পের সেনারা ৩০ জুলাই রবিবার সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার দিকে ভোলাছোলা পাড়ার মংচিনু হেডম্যানের বাড়িতে তল্লাশী চালিয়ে বাড়ির জিনিসপত্র তছনছ করে দেয়। তন্ন তন্ন করে তল্লাশীর পর বেআইনী কোন কিছু উদ্ধারে ব্যর্থ হওয়ার পর সেনারা বাড়ির সদস্যদের জিজ্ঞেস করে ইউপিডিএফ সদস্যরা কোথায় থাকে।

সেনারা ইউপিডিএফ সদস্য রতন বসুর বাড়িতেও তল্লাশী চালায়। কিন্তু সেখানে বেআইনী কোন কিছু পাওয়া যায়নি। সেনারা এভাবে তল্লাশীর নামে লোকজনকে হয়রানি করার পর ক্যাম্পে ফিরে যায়।

সন্তু সন্ত্রাসীদের হামলার শিকার দীপংকর চাকমা

গত ২৯ জুলাই রাত আনুমানিক ৯টার সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় সন্তু লারমার মদদপুষ্ট "দুই নাম্বারী" হিসেবে পরিচিত সন্ত্রাসীদের হামলায় মারাত্মকভাবে আহত হন গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের সভাপতি দীপংকর চাকমা।

সেদিন দীপংকর চাকমা সাংগঠনিক কাজে চট্টগাম থেকে ঢাকায় এসেছিলেন। সন্ত্রাসীরা দীপংকর চাকমা ছাড়াও হিল উইমেন্স ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় দপ্তর সম্পাদক রীনা দেওয়ানকেও মারধর করে।

সেদিন ১৫তম কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের সমাপনী অনুষ্ঠান শেষে পিসিপি'র নেতা কর্মিরা সবাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডরমেটরিতে এসে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন এবং বিভিন্ন জায়গা থেকে আগত কর্মিদের সাথে পিসিপি'র নেতারা মত বিনিময় করছিলেন। এ সময় দুই নাম্বারী নামধারী সন্তু লারমার লেলিয়ে দেয়া সন্ত্রাসীরা ডরমেটরিতে অবস্থানরত পিসিপি নেতা কর্মিদের ওপর ইট পাটকেল নিক্ষেপ করতে থাকে। দীপংকর চাকমা এবং রীনা দেওয়ান পিসিপি নেতা কর্মিদের সাথে সাক্ষাত্ করার জন্য সেখানে এসে পৌছলে কোন কিছু বুঝে উঠার আগেই সন্ত্রাসীরা তাদের ওপর হামলা চালায়। এ সময় পুলিশ কেবল নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করেনি, দীপংকর চাকমা হামলা থেকে বাঁচার জন্য পুলিশের কাছে আশ্রয় নিলেও পুলিশ তাকে রক্ষা না করে সন্ত্রাসীদের কাছে ঠেলে দিয়ে চলে যায়। সন্ত্রাসীরা তাকে অমানুষিকভাবে মারধর করতে থাকলে পরে পথচারীরা তাকে রক্ষা করতে এগিয়ে আসে। মারাত্মক আহত অবস্থায় তারা তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করিয়ে দেয়।

সন্তু জঙ্গি কর্তৃক লক্ষ্মীছড়িতে নিরীহ গ্রামবাসী অপহৃত

স্বাধিকার রিপোর্ট॥ সন্তু লারমার লেলিয়ে দেয়া সশস্ত্র জঙ্গিরা গত ৯ জুলাই খাগড়াছড়ি জেলার লক্ষ্মীছড়ি থানার বকেকছড়া নামক গ্রামের কান্দারা চাকমা (২৫) পীং শিশি কুমার চাকমা, ডেঙা চাকমা (২৮) পীং ইত্তুক চাকমা, চুরুংয়ে চাকমা (২৮) পীং গরেঙ চাকমা ও রতন পেদা চাকমা (৩০) পীং নিশি কুমার চাকমা নামে চার জন নিরীহ ব্যক্তিকে অস্ত্রের মুখে অপহরণ করে নিয়ে যায়। তাদেরকে অমানুষিকভাবে মারধর করার পর ১৫,০০০ টাকা মুক্তিপণের বিনিময়ে ছেড়ে দেয়া হয়।

অপহরণে নেতৃত্ব দেয় সন্ত্রাসী মুক্ত রঞ্জন চাকমা (২৭) পীং পরাচান চাকমা। তার বাড়িও বকেকছড়া গ্রামে। অপহৃতদের সাথে তার পূর্বে সামাজিক দ্বন্দ্ব ছিল বলে জানা যায়। সেই দ্বন্দ্বের জের ধরে তাদেরকে অপহরণ করা হয়েছে বলে অভিযোগে প্রকাশ।

মাইসছড়িতে সেনা কর্তৃক এক ব্যক্তি নির্যাতনের শিকার

স্বাধিকার রিপোর্ট॥

উত্তর পার্বত্য চট্টগ্রামের মাইসছড়ির থলিপাড়ায় এক নিরীহ গ্রামবাসী সেনা নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। গত ১৩ জুলাই মাইসছড়ি ক্যাম্পের সেনারা কালিবন্ধু কার্বারীকে (ত্রিপুরা) তার বাসা থেকে ধরে ক্যাম্পে নিয়ে যায়। সেখানে তার ওপর অমানুষিক নির্যাতন চালানো হয়। পরদিন সেনারা তাকে ছেড়ে দেয়।

গ্রেফতারের কারণ জানা যায়নি। তবে পার্বত্য চট্টগ্রামে সর্বত্র জনগণের ওপর সেনা নির্যাতন জারি রয়েছে। নিরীহ গ্রামবাসীর ওপর বিনা কারণে শারীরিক নির্যাতন, হুমকি, গ্রেফতার ও খুন এখন প্রায় নিয়মিত ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বিডিআর-এর গুলিতে ইউপিডিএফ সদস্য নিহত, গ্রেফতার ৫

স্বাধিকার রিপোর্ট॥ ২১ জুলাই উত্তর পার্বত্য চট্টগ্রামের পানছড়ির লোগাঙ এলাকায় বিডিআর সদস্যরা নির্বিচার গুলি চালিয়ে কালাফা চাকমা নামে এক ইউপিডিএফ সদস্যকে খুন করেছে।

ঐদিন রাতে লোগাঙ এ কর্মরত ইউপিডিএফ সদস্যরা সন্তু লারমার লেলিয়ে দেয়া সশস্ত্র জঙ্গিদের আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্য লোগাং ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান সমর বিকাশ চাকমার বাড়িতে আশ্রয় নেয়। আধা সামরিক বাহিনী বাংলাদেশ রাইফেলস এর একটি দল সেখানে গিয়ে বাড়িটি ঘিরে ফেলার পর নির্বিচারে গুলি বর্ষণ করতে থাকে। ফলে গুলিবিদ্ধ হয়ে ঘটনাস্থলে মারা যান কালাফা চাকমা। বিডিআর খাগড়াছড়ি সেক্টরের লোগাঙ জোনের সেকেন্ড ইন কমান্ড গোলাম মওলা ঐ সন্ত্রাসী হামলায় নেতৃত্ব দেয় বলে জানা গেছে।

উক্ত ঘটনায় অপর এক ইউপিডিএফ সদস্য আহত হন। তাকে চট্টগ্রামের একটি ক্লিনিকে ভর্তি করা হয়েছে।

ঘটনার পর বিডিআর সদস্যরা ইউপি চেয়ারম্যান সমর বিকাশ চাকমাসহ ৫ জনকে গ্রেফতার করে। তাদের ওপর অমানুষিক শারীরিক নির্যাতন চালানো হয়।

ইউপিডিএফ খাগড়াছড়ি জেলা ইউনিট বিডিআর-এর গুলিতে কালাফা চাকমার হত্যার ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়ে বিবৃতি দিয়েছে।

মাটিরাঙ্গায় বৃদ্ধ ও তার নাতিকে গুলি করে হত্যা করেছে জঙ্গিরা

স্বাধিকার রিপোর্ট॥ উত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম

সন্তু লারমার লেলিয়ে দেয়া সশস্ত্র জঙ্গিরা মাটিরাঙ্গার বাইল্যাছড়ি বাইজ্যা পাড়ার ৫৫ বছর বয়সী তপুরাম ত্রিপুরা ও তার নাতি আট বছর বয়সী তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্র গোলাপি বিকাশ ত্রিপুরাকে (পিতা নলিন্দ্র ত্রিপুরা) গুলি করে হত্যা করেছে।

ঘটনাটি ঘটে গত ২ আগষ্ট। পরিবার সূত্রে জানা যায়, ঐদিন রোজ বুধবার রাতে খাওয়া দাওয়ার পর বাড়ির সবাই ঘুমিয়ে পড়ে। আনুমানিক রাত ৯টার দিকে জেএসএস জঙ্গি অরুণের নেতৃত্বে ৮/৯ জন সন্ত্রাসী তপু রামের বাড়িতে উপস্থিত হয়। তারা বাড়ির লোকজনকে জাগাতে চেষ্টা করে, কিন্তু কোন সাড়া না পেলে জঙ্গিরা দরজা জানালা ভেঙে বাড়িতে ঢুকে পড়ে। তারা ক্রোধে চিৎকার করতে থাকে কেন এতক্ষণ ডাকার পর দরজা খুলে দেয়া হয়নি এবং তাদেরকে পানি খাওয়ানো হয়নি। এ কথা বলে জঙ্গিরা বাড়ির লোকজনকে মারধর করতে থাকে। অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে তপুরাম ত্রিপুরা হাত জোর করে ক্ষমা প্রার্থনা করে। কিন্তু সন্ত্রাসীরা নিষ্ঠুরতার পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে বাড়ির ভেতর সবার সামনে তপুরাম ও তার নাতিকে গুলি করে হত্যা করে তাদের তৃষ্ণা মেটায়।

এলাকা সূত্রে জানা যায়, জঙ্গি সদস্য অরুণ দীর্ঘদিন ধরে সন্ত্রাসী কাজে জড়িত। গত বছর সে ওয়াসুর সাধুপাড়া গ্রামের কেথেলা ত্রিপুরা (২৮) পিতা অজ্ঞাত, জিগিনাত ত্রিপুরা (৩৫) পিতা শান্ত কুমার ত্রিপুরা এই দুই ব্যক্তিকে অমানুষিকভাবে মারধর করার পর ত্রিশ হাজার করে ৬০ হাজার টাকা আদায় করে। এছাড়া বাইল্যাছড়ির হিরেন্দ্র কার্বারী পাড়ার সুরেন্দ্র ত্রিপুরা (২৬) ও কুমার রঞ্জন ত্রিপুরা (৪০) কে ধরে নিয়ে শারীরিক নির্যাতন করে ছেড়ে দেয়। তারা এ প্রতিবেদকের কাছে কান্না জড়িত কণ্ঠে তাদের ওপর অত্যাচারের বর্ণনা দেন।

অভিযোগে আরো জানা যায়,গত বছর জুলাই মাসে জঙ্গি সদস্য অরুণ ত্রিপুরা তার ব্যবসায়ী মামা মানেন্দ্র ত্রিপুরার মোটর সাইকেল আটক করে ও তার কাছ থেকে ১৫ হাজার টাকা দাবি করে। মানেন্দ্র তার স্ত্রীর গয়না বন্ধক দিয়ে ঐ টাকা জোগাড় করে দিতে বাধ্য হয়।

পানছড়িতে জঙ্গি হামলা: ইউপিডিএফ কর্মি গুলিবিদ্ধ

স্বাধিকার রিপোর্ট॥

উত্তর পার্বত্য চট্টগ্রামের পানছড়ির তালতলা নামক স্থানে সন্তু লারমার লেলিয়ে দেয়া জঙ্গিরা সশস্ত্র হামলা চালালে ইউপিডিএফ এর এক কর্মি গুলিবিদ্ধ হয়েছেন।

গত ২০ জুলাই সকাল সাড়ে ৬টার দিকে পানছড়ি হাই স্কুলের কাছে এ ঘটনা ঘটে। এ সময় ইউপিডিএফ সদস্য সুকিরণ কান্তি খীসা (৩০) পীং কমলেন্দু খীসা পার্টির ব্যবহৃত একটি বাসায় ফিরছিলেন। জেএসএস জঙ্গিরা রাতে এসেই ওঁৎ পেতে থাকে এবং আশে পাশের বাড়ির লোকজনকে বন্দুকের নলের মুখে বাড়িতে সারা রাত আবদ্ধ করে রাখে যাতে তাদের মধ্যে কেউ জঙ্গিদের আসার সংবাদ ইউপিডিএফ সদস্যদের দিতে না পারে।

সুকিরণ খীসা বাড়ির কাছাকাছি এসে পড়লে জঙ্গিরা তার ওপর ব্রাশ ফায়ার করে। তিনি সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। এরপর সন্ত্রাসীরা তাকে মৃত ভেবে ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। ইন্দু চাকমা ওরফে বিজিমুঅ-র নেতৃত্বে দুই ডজন জঙ্গি এই বর্বরোচিত হামলায় অংশ নেয়।

আহত সুকিরণ খীসাকে চট্টগ্রামের একটি ক্লিনিকে ভর্তি করা হয়েছে। তার বাম পা গুলি বিদ্ধ হয়।

সন্তু জঙ্গিরা হামলা করতে পারে এ ধরনের তথ্য পাওয়ার পর পানছড়িস্থ ইউপিডিএফ সদস্যরা ঘটনার বেশ কয়েক দিন থেকে সতর্ক অবস্থায় ছিলেন। রাতে তারা নিজেদের বাড়িতে থাকতেন না।

ঢাকায় সন্ত্রাসীর গুলিতে স্টাম্পফোর্ড ইউনির্ভাসিটির এক পাহাড়ি ছাত্র আহত

গত ৯ আগষ্ট রাত আনুমানিক ৯ টার সময় সন্ত্রাসীদের গুলিতে ঢাকায় স্টাম্পফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ম্যাকলিন চাকমা (২২) পিতা-প্রমীর চাকমা গুরুতর আহত হয়েছে। তার বাড়ি রাঙ্গামাটি শহরের কালিন্দীপুরে। তাকে আশংকাজনক অবস্থায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

জানা যায়, সৈদিন ম্যাকলিন চাকমা তার বন্ধুকে সাথে নিয়ে মুনিপুরি পাড়ায় নিবেদিতা মহিলা হোস্টেলে যায়। সেখানে পৌছা মাত্রই কয়েকজন যুবক তাদের পথরোধ করে এবং মোবাইল ও টাকা ছিনতাইয়ের চেষ্টা চালায়। এতে ম্যাকলিন প্রতিবাদ করলে সন্ত্রাসীরা তাকে খুব কাছ থেকে গুলি করে পালিয়ে যায়। মারাত্মক আহত অবস্থায় তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ২০ আগস্ট এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত পুলিশ ঘটনার সাথে জড়িত কাউকে গ্রেফতার করতে পারেনি। এ ব্যাপারে থানায় কোন মামলা হয়েছে কিনা জানা যায়নি।

জঙ্গিরা দুই গ্রামবাসীকে অপহরণ করেছে

স্বাধিকার রিপোর্ট॥ গত ১২ জুলাই সেনা মদদপুষ্ট জঙ্গিরা মধ্য পার্বত্য চট্টগ্রামের ঘিলাছড়ি ইউনিয়নের মাইসছড়ি গ্রাম থেকে কালিপদ খীসা (৫৫) ও নুয়ারাম চাকমা (৫৩) নামে দুই নিরীহ ব্যক্তিকে অপহরণ করেছে।

ইউপিডিএফ এর সমর্থক সন্দেহে জঙ্গি চাকমার নেতৃত্বে এক দল জঙ্গি তাদের অপহরণ করে। ১৪ জুলাই ৩০ হাজার টাকা মুক্তিপণের বিনিময়ে নুয়ারাম চাকমাকে ছেড়ে দেয়া হলেও কালিপদ খীসাকে আটক রাখা হয়। অপহরণকারীরা তার কাছ থেকে দেড় লাখ টাকা দাবি করে। ২২ জুলাই রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত তাকে ছেড়ে দেয়া হয়নি।

সরকারের কাছে আত্মসমর্পনের পর থেকে জেএসএস-এর সন্তু চক্র ইউপিডিএফ-কে নির্মূল করতে সশস্ত্র জঙ্গিদের মাঠে নামিয়ে দেয়। এরা পার্টির কর্মি ও সমর্থকদের নির্বিচারে খুন, অপহরণ ও গুম করতে থাকে। শরীরে কেরোসিন ঢেলে দিয়ে, বুকে পাথর দিয়ে উপর্যুপরি আঘাত করে, শরীরের চামড়া ছিইল্যা দিয়ে এমন মধ্যযুগীয় কায়দায় তারা মানুষ খুন করে। আর জনগণের কাছ থেকে চাঁদা আদায় তো যেন কোন বিষয়ই নয়।

বনবিভাগের কাছে বিরল প্রজাতির ভালুকের

শেষ পাতার পর

উল্লেখ্য, ইউপিডিএফ-এর বিভিন্ন কর্মসূচীর মধ্যে বন ও বন্য প্রাণী সংরক্ষণ অন্যতম। ইউপিডিএফ বন ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করার চেষ্টা চালিয়ে থাকে। গ্রামে গ্রামে লোকজনের সাথে মিটিঙে পার্টির কর্মিবৃন্দ সব সময় এ বিষয়টি তুলে ধরেন। এ ছাড়া অন্যান্য পদক্ষেপও নেয়া হয়। ফলে বন্য প্রাণী শিকারের মাত্রা আগের তুলনায় বহু গুণ কমেছে।

জুম চাষ নিয়ন্ত্রণের জন্যও পার্টির পক্ষ থেকে অবিরাম চেষ্টা চালানো হয়ে থাকে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে অনেক সমস্যা রয়েছে। তার মধ্যে জুম চাষীদের পুনর্বাসন ও বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টি অন্যতম। সরকারের পক্ষ থেকে বাস্তব সম্মত ও কার্যকরী উদ্যোগ না থাকলে জুম চাষ পুরোপুরি বন্ধ করা সম্ভব নয়। তাছাড়া, যেহেতু জুম চাষের সাথে অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেমন ভূমি ও সেটলার সমস্যা, আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু পুনর্বাসন ইত্যাদি জড়িত সেজন্য জুম চাষের বিষয়টি পার্বত্য চট্টগ্রামের সার্বিক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে বিচার করতে হবে ও সেই মোতাবেক পদক্ষেপ নিতে হবে। তা সত্ত্বেও পার্টির অক্লান্ত চেষ্টার ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামের কয়েকটি এলাকায় জুম চাষের মাত্রা কমিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে। আগামীতে জুম চাষ নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে পার্টির পক্ষ থেকে আরো কর্মসচী নেয়া হবে বলে জানা গেছে।

ফুলবাড়িতে নরহত্যার প্রতিবাদে ইউপিডিএফ-ভুক্ত সংগঠনের বিক্ষোভ

গত ২৮ আগষ্ট বিকেলে গণতান্ত্রিক যুব ফোরাম, হিল উইমেন্স ফেডারেশন ও পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের উদ্যোগে ফুলবাড়িতে এশিয়া এনার্জির কয়লা সম্পদ লুণ্ঠন ও সরকারী বাহিনী কর্তৃক নিরীহ লোকজন খুনের প্রতিবাদে চট্টগ্রামে এক বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। মিছিলটি শহীদ মিনার থেকে শুরু হয়ে বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে দোস্ত বিল্ডিং চত্বরে সমাবেশের রূপ নেয়। এতে বক্তব্য রাখেন পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের সহসভাপতি স্বর্ণ জ্যোতি চাকমা, গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের সাধারণ সম্পাদক মিঠুন চাকমা ও হিল উইমেন্স ফেডারেশনের সভাপতি সোনালী চাকমা।

নেতৃবৃন্দ বলেন, যে সরকার জনগণের সম্পদ রক্ষা করতে পারে না, সে সরকারের গদিতে থাকার কোন যোগ্যতা নেই। স্বাধীনতার পর থেকে প্রত্যোকটি সরকার দেশের মূল্যবান প্রাকৃতিক সম্পদ বিদেশীদের হাতে তুলে দিয়েছে। তারা দেশের মধ্যে বিদেশীদের লুটপাটের ক্ষেত্র তৈরি করে দিয়েছে। তার সর্বশেষ দৃষ্টান্ত দিনাজপুরের ফুলবাড়ি কয়লা খনি। এই খনি দেশের কাজে ব্যবহার করলে দীর্ঘ কয়েক বছর নিরবচ্ছিন্নভাবে দেশের কয়লার চাহিদা মেটানো যেতো। অথচ সেই কয়লার খনিকে সরকার এশিয়া এনার্জির কাছে পানির দামের চেয়ে সস্তা দামে লিজ দেয়, যাতে এশিয়া এনার্জি পাবে ৯০% থেকেও বেশী।

নেতৃবৃন্দ এশিয়া এনার্জির বিরুদ্ধে বিক্ষোভরত জনগণের ওপর হামলা ও নির্বিচার গুলি করে ১০ জনকে হত্যার তীব্র নিন্দা জানিয়ে বলেন, দমন পীড়ন চালিয়ে জনতার ন্যায়সঙ্গত আন্দোলনকে স্তব্ধ করা যাবে না।

তারা অচিরেই এশিয়া এনার্জিসহ বিভিন্ন দেশ ও সংস্থার সাথে সম্পাদিত সকল অসম চুক্তি বাতিল ও ব্যাপক ধরপাকড়সহ জনগণের ওপর নির্যাতন বন্ধের দাবি জানান।

সম্পাদকীয়

স্বাধিকার ■ ১০ সেপ্টেম্বর ২০০৬ ■ বুলেটিন নং ৪০

জাতীয় সম্পদ রক্ষার আন্দোলনে ফুলবাড়িতে জনতার বিজয়

কানসাটের পর ফুলবাড়ি। লড়াকু জনতার বিজয় পতাকা এখন উড়ছে দিনাজপুরের ফুলবাড়িতে। দুর্বার গণআন্দোলনের মুখে সরকার জনগণের ছয় দফা দাবি মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে। ৩০ আগষ্ট সরকার ও আন্দোলনকারীদের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি মোতাবেক এশিয়া এনার্জির সাথে সম্পাদিত অসম চুক্তি বাতিল এবং কোম্পানিকে দেশ থেকে বিতাড়ন করা হবে। নিহতদের পরিবারকে দেয়া হবে যথাযথ ক্ষতিপূরণ।

২৬ আগষ্ট দিনাজপুরের ফুলবাড়ি উপজেলায় বৃটিশ কোম্পানি এশিয়া এনার্জির অফিস ঘেরাওর শান্তিপূর্ণ কর্মসূচীতে পুলিশ ও বিডিআর গুলি চালালে অজ্ঞাত সংখ্যক মিছিলকারী নিহত হন। ১ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ৩ জনের লাশ পাওয়া গেছে। বেশ কয়েক জনের লাশ গুম করা হয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে। ঐ ঘটনার পর জনতা আরো বেশী ক্ষুব্ধ, বিদ্রোহী ও মরণ-পণ লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়। সকল স্তরের মানুষ - সাধারণ রিক্সা চালক ও দিন মজুর থেকে শুরু করে স্কুল-কলেজের শিক্ষক, ব্যবসায়ী, নারী ও ক্ষুদ্র জাতিসত্তার লোকজন - এই আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। হরতাল অবরোধ বিক্ষোভ চলতে থাকে। ব্যাপক গণজোয়ারের মুখে এশিয়া এনার্জির কর্মকর্তারা অফিস গুটিয়ে পালিয়ে যায়।

ফুলবাড়িবাসীর জন্য বিজয় ছাড়া অন্য কিছু গ্রহণযোগ্য হতো না। কারণ এটা ছিল তাদের অস্তিত্ব রক্ষা তথা জীবন-মরণ সংগ্রাম। এশিয়া এনার্জির উন্মুক্ত পদ্ধতিতে কয়লা উত্তোলন কর্মসূচী বাস্তবায়িত হলে সাঁওতাল, মুন্ডা ও মাহালি জাতিগোষ্ঠির লোকজনসহ কমপক্ষে ৫০ হাজার (অনেকের মতে এই সংখ্যা কয়েক লক্ষ) অধিবাসী বাস্তুচ্যুত হতেন। খনির আশে পাশের গ্রাম ও শহর ধ্বংস হয়ে যেতো, হতো চরম পরিবেশ বিপর্যয়। স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, মসজিদ, উপসনালয় ক্ষতিগ্রস্ত হতো। কিন্তু কোম্পানি ঠিকই কাড়ি কাড়ি মুনাফা করতো। দু'এক জন কোম্পানিতে হয়েতো ম্যানেজারীর চাকুরী পেতো কিন্তু এলাকার লোকজনকে ঐ খনিতে মধ্যযুগীয় দাসের মতো খাটতে হতো। অপরদিকে, কোম্পানির মুনাফার কোন ভাগ দেশের জনগণ পেতো না। কারণ চুক্তিটি ছিল অসম।

এভাবে বহুজাতিক তেল গ্যাস কোম্পানিগুলো তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে পরিবেশ বিপর্যয় ঘটিয়ে ও জনগণকে নিঃস্ব ও হতদরিদ্র করে তাদের সম্পদ লুট করে নিয়ে যায়। এই লুণ্ঠিত মুনাফা থেকে যৎসামান্য বখরা হিসেবে পায় সরকারের কতিপয় মন্ত্রী ও আমলা। অপরদিকে ব্যাপক জনগণের জন্য নিজেদের সম্পদ নিজেদের কাল হয়ে দাঁড়ায়। নিজেদের সম্পদের জন্য নিজেদের বাস্তুচ্যুত হতে হয়। দেশে জনগণের প্রকৃত সরকার না থাকলে ও সম্পদের ওপর জনগণের নিয়ন্ত্রণ না থাকলে এরূপ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। নাইজেরিয়াসহ প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ আফ্রিকার বহু দেশ তার জ্বাজ্জ্বল্য উদাহরণ।

কানসাটের মতো ফুলবাড়িও এই শিক্ষা দিয়েছে যে জনগণ দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে ন্যায়সঙ্গত কোন আন্দোলনে নামলে তা সফল হতে বাধ্য। সংগঠিত জনতার শক্তিকে দমন করার সাধ্য কারোর নেই।

আওয়ামী লীগ ও বিএনপি উভয় দলই এশিয়া এনার্জির সাথে এ ধরনের জাতীয় স্বার্থ বিরোধী শর্তে চুক্তি করার জন্য দায়ী। জনগণের প্রতি শাসক গোষ্ঠির এ দলগুলোর কোন দরদ নেই। দেশের জনগণ ও পরিবেশের প্রতি তাদের যদি সামান্যতম মমত্ববোধ থাকতো তাহলে তারা এশিয়া এনার্জির সাথে চুক্তি করতো না এবং বিডিআরের গুলিতে যে কয়টি মূল্যবান জীবন ঝরে পড়লো তা রক্ষা পেতো। সুতরাং অনুসিদ্ধান্ত হলো, ন্যায় নীতি ও জাতীয় স্বার্থের যুক্তি দেখিয়ে সরকারকে বোঝানো বা টলানো যায় না। এ ধরনের গণবিরোধী সরকারগুলো কেবল বলপ্রয়োগের ভাষাই বোঝে।

জাতীয় স্বার্থ পরিপন্থী চুক্তি কেবল এশিয়া এনার্জির সাথে করা হয়েছে তাই নয়, বর্তমান জোট সরকার এবং অতীতের সরকারগুলো এ ধরনের বহু চুক্তি করেছে। মোট কথা, এদের হাতে জাতীয় স্বার্থ মোটেই নিরাপদ নয়। সুতরাং দরকার সত্যিকার অর্থে জনগণের প্রতিনিধিত্বকারী প্রগতিশীল ও প্রকৃত গণতান্ত্রিক সরকার। কিভাবে এ সরকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে তা কানসাট ও ফুলবাড়ি দেখিয়ে দিয়েছে। কানসাট ও ফুলবাড়ির জনগণের রক্ত বৃথা যায় নি। বীর কানসাট ও ফুলাবড়িবাসীর প্রতি আমাদের লাল সালাম।

প্রসঙ্গ হালনাগাদকৃত ভোটার তালিকা

ভোটার তালিকা হালনাগাদ করার কাজ শেষ হয়েছে। পত্রিকান্তরে জানা গেছে পার্বত্য চট্টগ্রামের তিন জেলায় বহু পাহাড়ি ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়েছেন। অথচ, ভোটার সংখ্যা বেড়েছে অবিশ্বাস্যরকমভাবে। ইংরেজী দৈনিক ইন্ডিপেন্ডেন্ট এর এক রিপোর্ট মতে, রাঙ্গামাটি জেলায় মোট জনসংখ্যার ৮৪ শতাংশ ভোটার দেখানো হয়েছে। রাঙ্গামাটি সদর উপজেলায় মোট জনসংখ্যার প্রায় ৯৭ শতাংশ হালনাগাদকৃত ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন। অপরদিকে, হালনাগাদকৃত তালিকা অনুযায়ী খাগড়াছড়ি জেলায় ভোটার সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪,৪৪,৭২৯ জন, যা মোট জনসংখ্যার ৮৫ ভাগ। গত বছর জেলার ভোটার সংখ্যা ছিল ৩,৫৪,৫৪০। প্রধানত যে সব এলাকায় ভোটার সংখ্যা অস্বাভাবিকভাবে বেড়েছে সেগুলো হলো মাটিরাঙ্গা, রামগড়, দিঘীনালা ও সদর উপজেলা। এছাড়া মায়ানমার থেকে আগত রোহিঙ্গা শরণার্থীদেরও ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্তির অভিযোগ রয়েছে।

পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রত্যেকবারই সাজেকসহ প্রত্যন্ত এলাকায় বসবাসকারী পাহাড়িরা ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়ে থাকেন। এবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি। ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হওয়া ও নির্বাচনে ভোটাধিকার প্রয়োগ করা প্রত্যেক নাগরিকের গণতান্ত্রিক অধিকার। নির্বাচন কমিশনের উচিত বিশেষ ব্যবস্থায় তাদেরকে ভোটার করা এবং সরকারের উচিত তারা যাতে সহজে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেন তার যথাযথ ব্যবস্থা করা। ভারতে দুর্গম এলাকায় মাত্র কয়েক জন ভোটারের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়। আমাদের দেশেও তাই হওয়া উচিত।

সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের প্রাথমিক শর্ত হলো একটি স্বচ্ছ ও নির্ভেজাল ভোটার তালিকা। নির্বাচন কমিশনের প্রতি অনুরোধ, হালনাগাদকৃত তালিকাটি যথাযথভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা পূর্বক ভূয়া ভোটারদের তালিকা থেকে বাদ দেয়া হোক এবং বাদ পড়াদের অন্তর্ভুক্ত করা হোক।

পার্বত্য চট্টগ্রামে সেনা সন্ত্রাসের নতুন কৌশল

মি. দেবংশি

সেনা শাসন কবলিত একটি অঞ্চলের নাম পার্বত্য চট্টগ্রাম। দীর্ঘদিন ধরে এই অঞ্চলে চালানো হচ্ছে নির্মম ও নিষ্ঠুরতম নির্যাতন। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্র গঠিত হওয়ার পর থেকে এই নিপীড়ন-নির্যাতনের মাত্রা বৃদ্ধি পেতে থাকে। সরকারসমূহের এথনিক ক্লিনজিং নীতি চালু থাকার ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণকে হারাতে হয়েছে অনেক কিছু। ঘরবাড়ি, জায়গা জমি হারিয়ে সর্বশান্ত হতে হয়েছে অনেককে। মানবেতর জীবন-যাপন করতে বাধ্য হয়েছেন সহজ সরল জনগণ। সরকারের এই জুম্ম নিশ্চিহ্ন করার ষড়যন্ত্র এখনো অব্যাহত রয়েছে।

তথাকথিত শান্তিচুক্তির পরও সেনা সন্ত্রাসের কবল থেকে মুক্ত হতে পারেনি পার্বত্য চট্টগ্রাম। আজো অবরুদ্ধ হয়ে আছে পার্বত্য চট্টগ্রামের মানুষ, নদী-নালা, খাল-বিল, পাহাড়-পর্বত। 'অপারেশন উত্তরণের' নামে এখনো কার্যত সেনা শাসন জারী রয়েছে এবং সাধারণ লোকজন প্রতিনিয়ত এর শিকার হচ্ছেন। সেনা খবরদারী-নজরদারী-হয়রানী ও নিপীড়ন সর্বত্র ও সর্বব্যাপী। শাসক শ্রেণীর হর্তাকর্তারা গণতন্ত্রের কথা বলে মুখ ফেনিয়ে তুললেও আদতে পার্বত্য চট্টগ্রামে গণতন্ত্রের লেশ মাত্রও আছে বলে মনে হয় না। গোটা পার্বত্য অঞ্চল যেন ঢাকা রয়েছে ডোরাকাটা সামরিক সন্ত্রাসের বৃহৎ চাদরে। আর সেনা সন্ত্রাসের সাথে যুগপৎ চলছে তথ্য-সন্ত্রাস। পার্বত্য চট্টগ্রাম সম্পর্কে বানোয়াট, অর্ধসত্য কিংবা বিকৃত তথ্য তুলে ধরতে প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়াগুলোর জুরি নেই। ইদানিং তথাকথিত 'এনকাউন্টার' বা 'ক্রস ফায়ার' আমদানির মাধ্যমে এই নির্যাতনের মাত্রা আরো বেড়ে গেছে। এই পরিস্থিতি পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণকে খুবই ভাবিয়ে তুলেছে।

তবে একটা কথা সরকারের নীতি নির্ধারকদের মনে রাখা উচিত। দমন পীড়ন চালিয়ে কোন ন্যায়সঙ্গত আন্দোলনকে দমন করা যায় না। আন্দোলনকারীদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে অর্থাৎ ভাগ কর শাসন কর নীতি দিয়ে সাময়িকভাবে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা যেতে পারে, কিন্তু সমস্যার স্থায়ী সমাধানের জন্য দরকার রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি, যা দেশের শাসক শ্রেণীর রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বের মধ্যে বড়ই অভাব রয়েছে।

সেনা সন্ত্রাস এমন ভয়াবহ পর্যায়ে গেছে যে বিয়ে অনুষ্ঠানে পর্যন্ত হামলা চালানো হচ্ছে। যেমন গত ১৪ জুলাই '০৬ রাতে মহালছড়ি সেনা জোনের ৩৫/৪০ জনের এক দল সেনা মহালছড়ির বাদল হাদ্ নামক গ্রামে একটা বিয়ে বাড়িতে হামলা চালায়। এ সময় বিয়ে অনুষ্ঠানে আগতরা ভিডিও দেখে বিনোদন করছিলেন। সেনারা উক্ত অনুষ্ঠানে আগত অতিথিসহ ১৫জনকে চোখ বেঁধে দিয়ে হাত পিছমোড়া করে বেঁধে নির্মমভাবে নির্যাতন চালায়। সেনাদের অত্যাচারে কেঙ্গেল ময় চাকমা (বিরক্ক) নামে এক যুবক ঘটনাস্থলেই মারা যায়। পরে সেনারা বর সহ ৭জন নিরীহ লোককে ধরে নিয়ে থানায় সোপর্দ করে মিথ্যা মামলা দিয়ে জেলে পাঠায়। এই খুনের ঘটনাটি যাতে ধামাচাপা দেয়া যায় সেজন্য সেনারা নিহতের পরিবার ও গ্রামের কয়েকজনের কাছ থেকে হুমকি দিয়ে জোরপূর্বক এই মর্মে একটি কাগজে টিপ সই নেয় যে কেঙ্গেল ময় চাকমার মৃত্যুর সাথে সেনারা জড়িত নয়। তার লাশ গ্রহণ করতেও জোর খাটানো হয়। তার স্ত্রী ও মা লাশ নিতে অপারগতা প্রকাশ করলে সেনারা তাদের হুমকি দেয় ও লাশটি বুঝে পেয়েছে মর্মে কাগজে টিপ সই নেয়। এমন কি তড়িঘড়ি করে সামাজিক ও ধর্মীয় রীতি উপেক্ষা করে রাতের মধ্যে লাশ পুড়ে ফেলতে সেনারা গ্রামের লোকজনকে বাধ্য করে। এজন্য তারা (সেনারা) কেরোসিন কেনার টাকা দেয় এবং ক্যাম্প থেকেও ৭লিটার কেরোসিন এনে দেয়। অথচ এ সত্য ঘটনাকে আড়াল করে বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় সেনা সূত্রের বরাত দিয়ে প্রচার করা হয় যে, 'এনকাউন্টারে' পড়ে কেঙ্গেল ময় চাকমা (বিরক্ক) নিহত হয়েছে এবং যাদেরকে গ্রেফতার করা হয়েছে তাদের কাছ থেকে অস্ত্র ও গোলাবারুদ উদ্ধার করা হয়েছে। এ ধরনের মিথ্যাচার দিয়ে সত্য চাপা দিতে কেবল মাত্র বাংলাদেশের সেনাবাহিনীই পারঙ্গম।

এর আগেও গত ৪মার্চ '০৬ রাতের আঁধারে বিজিতলা থেকে বাজার চৌধুরীসহ ছয়জন গ্রামবাসীকে সেনারা ধরে নিয়ে সন্ত্রাসী হিসেবে তাদের চিত্রিত করে প্রচার চালায়। বাংলাদেশের গর্বিত সেনাবাহিনী যে এত উলঙ্গভাবে কাজ করতে পারে সেদিনের ঘটনা তার প্রমাণ দেয়। বিজিতলার গ্রেফতারকৃতদেরকে পরদিন নেয়া হয় খাগড়াছড়ি জেলা কোর্টে। সেখানে সেনারা কোর্ট হেফাজত থেকে তাদের বের করে হাতে অস্ত্র গুঁজে দিয়ে ছবি তুলে এবং পত্র-পত্রিকায় ফলাও করে প্রচার করে যে, অস্ত্রসহ সন্ত্রাসী গ্রেফতার করা হয়েছে। খাগড়াছড়ি আইনজীবি সমিতি এ ঘটনাকে আদালত অবমাননার নিকৃষ্ট দৃষ্টান্ত হিসেবে উল্লেখ করে তীব্র প্রতিবাদ জানানোর পরও কোন কাজ হয়নি। বরং প্রতিবাদকারীদেরকে বিভিন্নভাবে হুমকি দেয়া হয়েছে। এ ধরনের সেনা সন্ত্রাস ও সেনা মাস্তানির ঘটনা পার্বত্য চট্টগ্রামে এখন নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর কোন প্রতিকার শীঘ্রই পাওয়া যাবে এমন তরো সম্ভাবনা দেখা যায় না।

পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধান না হওয়া পর্যন্ত এ অবস্থা কম বেশী মাত্রায় চলতে থাকবে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

বাংলাদেশে 'এনকাউন্টার' বা 'ক্রস ফায়ারের' জনক হচ্ছে 'র‍্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটেলিয়ন' বা র‍্যাব। গোটা বাংলাদেশে এই র‍্যাব বাহিনীকে ক্রস ফায়ারের নামে বিনা বিচারে মানুষ হত্যার লাইসেন্স দেয়া হয়েছে। অপরদিকে পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষেত্রে সেনা সদস্যদের দ্বারা খুনের ঘটনাকে 'এনকাউন্টার' বলে প্রচার করা হচ্ছে। সমতল এলাকায় যেখানে সন্ত্রাসীদের ও অনেক ক্ষেত্রে দেশের দক্ষিণাঞ্চলের "চরমপন্থীদের" ক্রসফায়ারের মাধ্যমে আইন বহির্ভূত পন্থায় মেরে ফেলা হচ্ছে, সেখানে পার্বত্য চট্টগ্রামে তথাকথিত এনকাউন্টারের শিকার হচ্ছেন নিরীহ গ্রামবাসী, সন্ত্রাসের সাথে যাদের সামান্যতম যোগ নেই। ফলে বর্তমানে সাধারণ লোকজনকে সারাক্ষণ ভয়কে সঙ্গী করে দিনাতিপাত করতে হচ্ছে। দেশের মানবাধিকার সংগঠনগুলোর উচিত পার্বত্য চট্টগ্রামে মানবাধিকার পরিস্থিতির দিকে যথাযথ নজর দেয়া। পত্র পত্রিকাগুলোও এ ব্যাপারে যথেষ্ট ভূমিকা রাখতে পারে।

ইউপিডিএফ পার্বত্য চট্টগ্রামে মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে সভা সমাবেশ ও প্রচারণা চালিয়ে দেশবাসী তথা বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা চালিয়ে আসছে। এ কারণে পার্টির ওপর সেনাবাহিনীর উগ্র জাতীয়তাবাদী সাম্প্রদায়িক অংশটির বেশ আক্রোশ রয়েছে। অনেক ইউপিডিএফ নেতাকর্মিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। সর্বশেষ মাইসছড়িতে দিব্য চাকমাকে সেনারা আটক করে পুলিশের হাতে তুলে দেয়। এখন তিনি খাগড়াছড়ি জেলে অন্তরীণ। তার বিরুদ্ধে কোন মামলা কিংবা অভিযোগ ছিল না। ইউপিডিএফ কর্মি হলেই আটক করা হয়। সে দোষী, না নির্দোষ তা বিবেচ্য বিষয় নয়। সেনা নির্যাতন, ভূমি বেদখল, সেটলার পুনর্বাসন ইত্যাদির বিরুদ্ধে যাতে ব্যাপক গণআন্দোলন গড়ে উঠতে না পারে সে জন্য সুপরিকল্পিতভাবে ইউপিডিএফ-এর ওপর এভাবে দমন পীড়ন চালানো হচ্ছে। কারণ এটা দিবালোকের মতো পরিস্কার যে, জনগণের অধিকার আদায়ের আন্দোলনে এখন কেবলমাত্র ইউপিডিএফ-ই নেতৃত্ব দেয়ার যোগ্যতা রাখে।

তবে একটা কথা সরকারের নীতি নির্ধারকদের মনে রাখা উচিত। দমন পীড়ন চালিয়ে কোন ন্যায়সঙ্গত আন্দোলনকে দমন করা যায় না। আন্দোলনকারীদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে অর্থাৎ ভাগ কর শাসন কর নীতি দিয়ে সাময়িকভাবে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা যেতে পারে, কিন্তু সমস্যার স্থায়ী সমাধানের জন্য দরকার রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি, যা দেশের শাসক শ্রেণীর রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বের মধ্যে বড়ই অভাব রয়েছে। ■

তিনি কি কখনো ধর্মালারমা হবেন?

সত্যপ্রিয়

মৌর্য সম্রাট প্রিয়দর্শী অশোক ইতিহাসের একমাত্র না হলেও অন্যতম জনপ্রিয় শাসক। প্রথম জীবনে দীর্ঘদিন ধরে ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির পিছনে ছুটে বেড়িয়েছিলেন বলে তার নাম হয়েছিল কামাশোক। এরপর আসে সেই সময় যখন তিনি চূড়ান্ত দুষ্টপ্রকৃতির হয়ে ওঠেন এবং এর ফলে তাকে আখ্যা দেয়া হয় চণ্ডাশোক। অবশেষে কলিঙ্গ যুদ্ধের পর বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ ও ধর্মনিষ্ঠার ফলে তাকে ডাকা হয় ধম্মাশোক। জেএসএস নেতাটিও কি কখনো কামালারমা ও চণ্ডালারমা থেকে ধম্মালারমা হবেন? যদি হন তাহলে তার নিজের এবং সবার জন্য মঙ্গল।

দুনিয়ায় সকল ফ্যাসিস্টদের চরিত্র এক। তারা জনগণের ওপর নিপীড়ন চালায়। জনমতের তোয়াক্কা করে না। সামান্যতম সমালোচনা কিংবা ভিন্নমত সহ্য করতে পারে না। তারা শক্তের ভক্ত ও নরমের যম। অর্থাৎ শক্তিশালীর কাছে তারা নেতিয়ে পড়ে, আর যারা দুর্বল তাদের ওপর বিনা কারণে হামলে পড়ে। কোন কোন জুয়ারী যেমন রাতভর জুয়া খেলায় অর্থ বিত্ত হারিয়ে সর্বশান্ত হয়ে মদ্যপ অবস্থায় বাড়ি ফিরে এসে স্ত্রী-পুত্র ও জিনিসপত্রের ওপর বিনা কারণে অযথা চড়াও হয়, ফ্যাসিস্টরাও সে রকম। তারা ধূর্ত শাসকগোষ্ঠির কাছে রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক চালে ধরাশায়ী হয়ে আন্দোলন-সংগ্রাম বিসর্জন দেয়ার পর সুবিধাবাদ নামক নেশায় আসক্ত হয়ে নিজ জাতির জনগণের ওপর অত্যাচার ও ভাইয়ের বুকে গুলি চালায়। জুয়ারীকে যেমন তার সর্ববিনাশী জুয়া খেলা ও নেশায় আসক্ত হওয়া সম্পর্কে সমালোচনা করলে সে আরো বেশী চটে যায়, ফ্যাসিস্টকেও তার ভুলের সমালোচনা কিংবা প্রশ্ন করা যায় না। প্রশংসা ও স্তুতি ছাড়া সে কিছুই শুনতে চায় না। ফলে তার পাশে জড়ো হয় চাটুকারের দল। ফ্যাসিস্টদের পছন্দনীয় উক্তি হলো: এক বনে দুই বাঘ থাকতে পারে না। তারা যাদের প্রতিপক্ষ বলে মনে করে তাদেরকে গলা টিপে হত্যা করার নির্দেশ দেয়; হাত পা ভেঙে দেয়ার, চোখ উপড়ে ফেলার নির্দেশ দেয়।

প্রথমদিকে, ফ্যাসিস্টদের অত্যন্ত দৌর্দন্ড প্রতাপ থাকে। তারা নিজেদের সর্বেসর্ব্বা, অপরাজেয় ও অদ্বিতীয় মনে করে। জনগণের অধিকাংশ প্রথমদিকে তাদের ভয়ে ত্রতস্থ থাকেন। অনেকে অপপ্রচারণায় বিভ্রান্তও হন। কিন্তু যখন তারা এক সাথে গর্জে ওঠেন তখন ফ্যাসিস্টরা পিছু হটে যায়। এমনকি তাদেরকে নির্মম পরিণতি আলিঙ্গন করতে হয়। অর্থাৎ নাটকের শেষ অঙ্কটি হয় ট্রাজেডিতে ভরা। যেমন ইতালির ফ্যাসিবাদের জনক মুসোলিনীর কথা ধরা যাক। বেনিতো মুসোলিনী ১৮৮৩ সালে জন্ম গ্রহণ করেন। এক সময় তিনি একটি সমাজতান্ত্রিক পার্টিরও সদস্য ছিলেন এবং পত্রিকা সম্পাদনা করতেন। তিনি ছিলেন আর এক ফ্যাসিস্ট হিটলারের পরম মিত্র। ১৯২২ সালের অক্টোবরে তিনি ক্ষমতা দখল করেন। তিনি সকল সংবাদপত্রের কণ্ঠ রোধ করেন এবং রাজনৈতিক নেতাদের বিরুদ্ধে গুপ্ত হত্যা পরিচালনা করেন। সংসদকে করেন অকার্যকর। রাষ্ট্রের সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী একমাত্র তিনি। একই সাথে তিনি প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, বিদেশ মন্ত্রী, উপনিবেশ বিষয়ক মন্ত্রী, কর্পোরেশন মন্ত্রী, গণপূর্ত মন্ত্রী, সেনা প্রধান এবং ফ্যাসিস্ট পার্টি ও স্থানীয় ফ্যাসিস্ট মিলিশিয়া এম.ভি.এস.এন বা ব্ল্যাক শার্টদের (কালোকুর্তা) প্রধান। তিনি তার ফ্যাসিস্ট সংগঠনগুলো দিয়ে সন্ত্রাস চালান এবং এভাবে প্রতিদ্বন্দ্বির আবির্ভাব ঠেকাতে সক্ষম হন। তার একুশ বছরের শাসনামলের কুকীর্তি বলে শেষ করা যাবে না। তার শেষের দিনগুলো হয় অত্যন্ত করুণ। তিনি দেশ থেকে ছদ্মবেশে পালাতে চেষ্টা করলে ইতালীর কমিউনিস্টদের হাতে ধরা পড়েন। এটা ১৯৪৫ সালের ২৭ এপ্রিলের ঘটনা, তখন বিশ্বযুদ্ধ প্রায় শেষ। পরদিন তাকে তার উপপত্নী ও অপর ১৫ জন সহযোগীসহ ফাঁসি দেয়া হয় ও লাশগুলো মিলানের উন্মুক্ত স্থানে টাঙিয়ে রাখা হয়।

অপর এক ফ্যাসিস্ট হলেন চীনের কুয়োমিনটাঙ দলের নেতা চিয়াং কাই শেক। সান ইয়াৎ সেন যতদিন বেঁচেছিলেন ততদিন কুয়োমিনটাঙ ও চীনা কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে পারস্পরিক বন্ধুত্ব ও সহযোগিতা ছিল। কিন্তু ১৯২৫ মালে তার মারা যাওয়ার পর চিয়াং কাই শেক কুয়োমিনটাঙ দলের ক্ষমতা কুক্ষিগত করেন এবং কমিউনিস্টদের সাথে সহযোগিতার নীতি বিসর্জন দেন। শুধু তাই নয় তিনি বহুবিধ ষড়যন্ত্র করে কুয়োমিনটাঙ থেকে কমিউনিস্টদের তাড়িয়ে দেন, গ্রেফতার করেন ও তাদের ওপর নির্যাতন চালান। ফলে শুরু হয় এক ভয়াবহ গৃহযুদ্ধ। ১৯৩১ সালে জাপান উত্তর-পূর্ব চীন ও সাংহাই আক্রমণ করে। পুরো চীনকে উপনিবেশে পরিণত করাই ছিল জাপানের লক্ষ্য। চিয়াং কাইশেক জাপানী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় ভূমিকা পালন করে। এমনকি সাংহাইয়ে সেনাবাহিনী ও সাধারণ জনগণ আগ্রাসী জাপানের বিরুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামে লিপ্ত হলে চিয়াং কাইশেক সেই প্রতিরোধ সংগ্রাম দুর্বল করার সর্বপ্রকার প্রয়াস চালায়। জাপানী আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত উনবিংশ রুট আর্মিকে সাংহাই থেকে সরে আসতে বাধ্য করার পর, তিনি জাপানের সঙ্গে সাংহাই যুদ্ধ বিরতি চুক্তি করেন। চুক্তিতে শর্ত ছিল যে চীন সাংহাইতে সৈন্য রাখতে পারবে না এবং সমগ্র দেশে জাপ-বিরোধী আন্দোলন নিষিদ্ধ করতে হবে। এই সময় চীনা কমিউনিষ্ট পার্টির নীতি ছিল ভ্রাতৃঘাতি সংঘাত বন্ধ করে সাম্রাজ্যবাদী জাপানের আক্রমণ থেকে চীনকে রক্ষা করা। কমিউনিস্ট পার্টির এই নীতি ছাত্র, শিক্ষক, শ্রমিক, কৃষক সবার মধ্যে দ্রুত জনপ্রিয়তা লাভ করে এবং জনগণ চিয়াং কাইশেকের ভ্রান্ত নীতির বিরুদ্ধে সর্বত্র প্রচণ্ড বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে থাকেন। নানকিংয়ের ছাত্ররা কুয়োমিনটাঙের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় চূর্ণ করে দেয় ও মন্ত্রীকে আক্রমণ করে। অন্যান্য বহু জায়গায় কুয়োমিনটাঙের সরকারী দপ্তরে হামলা হয়। পরে অবস্থা এতদূর গড়ায় যে কুয়োমিনটাঙের অভ্যন্তরেও চিয়াঙের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ দানা বাঁধে এবং পরে চিয়াং কাইশেক কমিউনিষ্ট পার্টির বিরুদ্ধে যুদ্ধ বন্ধ করে যুক্ত ফ্রন্ট গঠন করতে বাধ্য হন। চীনা বিপ্লবের বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, জাপানের বিরুদ্ধে চীনা জনগণের জয়লাভের অন্যতম প্রধান শর্ত ছিল কুয়োমিনটাঙ ও কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে এই যুক্ত ফ্রন্ট গঠন। যুক্ত ফ্রন্ট গঠনের পর কমিউনিষ্ট পার্টি সাম্রাজ্যবাদী জাপানের আক্রমণ প্রতিরোধে মনোনিবেশ করে এবং প্রতিরোধ সংগ্রামের মধ্য দিয়ে দ্রুত সামরিক, রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধি করে। জাপানকে হটানোর পর কমিউনিস্ট পার্টি পুরো চীন দখলে করে এবং ১৯৪৯ সালের ১ সেপ্টেম্বর চীনকে প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করে। অপরদিকে, চিয়াং কাইশেক জাপানী সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে নমনীয় নীতি গ্রহণ করে এবং কমিউনিস্টদের আক্রমণের মুখে ফরমোজা দ্বীপে (বর্তমানে তাইওয়ান) পালিয়ে যায়।

এশিয়ায় অপর এক ফ্যাসিস্ট হলেন দক্ষিণ ভিয়েতনামের নগো দিন দিয়েম। ১৯৫৪ সালে মার্কিনীরা তাকে ক্ষমতায় বসায়। তার নিষ্ঠুর শাসনামলে তিনি লক্ষ লক্ষ মানুষকে হত্যা করেন। এমনকি বৌদ্ধ ভিক্ষুরাও বাদ যাননি। দক্ষিণ ভিয়েতনামে সে সময় বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ছিলেন ৭০ শতাংশ আর খৃষ্টান ছিলেন ১০ শতাংশ। দিয়েম ছিলেন খৃষ্টান - রোমান ক্যাটলিক। তিনি নানা ভাবে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের ওপর নির্যাতন চালান ও বৌদ্ধ ধর্ম পালনে বাধা দেন। এমন কি ফ্রান্সের উপনিবেশের সময়ও বৌদ্ধরা স্বধর্ম পালনে বাধা প্রাপ্ত হতেন। ফরাসীরা তাদের উপনিবেশ টিকিয়ে রাখতে মূলতঃ ভিয়েতনামীদের মধ্যে বৌদ্ধ ও খৃষ্টানদের মধ্যে সুকৌশলে বিভেদ সৃষ্টি করতো। ফলে এমনিতেই বৌদ্ধদের মধ্যে দীর্ঘদিনের পুঞ্জিভূত ক্ষোভ ছিল। ১৯৬৩ সালে বৌদ্ধরা বুদ্ধের জন্ম বার্ষিকী পালনে একত্রিত হলে দিয়েমের সৈন্যরা জনতার ওপর লক্ষ্য করে গুলি চালায়। এতে এক মহিলা ও ৮ জন শিশু মারা যায়। এই ঘটনার বিরুদ্ধে বৌদ্ধ ভিক্ষুরা অদৃষ্টপূর্ব কায়দায় প্রতিবাদ জানান। বহু বৌদ্ধ ভিক্ষু আত্মাহুতি দেন। থিচ কুয়াং ডু নামে ৬৬ বছরের এক বৃদ্ধ ভিক্ষু ব্যস্ত সায়গনের রাস্তার মাঝখানে বসে নিজের শরীরে আগুন লাগিয়ে আত্মাহুতি দেন। এক জন প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনায় উক্ত বৃদ্ধ ভিক্ষু পুড়ে যাওয়ার সময় একটা শব্দও উচ্চারণ করেনি নি, শরীরের কোন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সামান্যতমও নড়াচড়া করেননি। অথচ তার আশে আশে যারা এই দৃশ্য দেখছিল তারা তখন কাঁদছিল।

এই নির্দয় ফ্যাসিস্ট শাসকেরও দিন শেষ হয়েছে এক ট্র্যাজেডির মধ্য দিয়ে। ভিয়েতনামের মুক্তিযোদ্ধা ভিয়েতকংদের দমনে বারংবার ব্যর্থ হলে এবং তার বিরুদ্ধে ব্যাপক গণঅসন্তোষ দেখা দিলে মার্কিনীরা তার ওপর থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করে নেয়। দক্ষিণ ভিয়েতনামে সে সময় নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূতের গ্রীন সিগন্যাল পাওয়ার পর একদল সৈন্য তার বিরুদ্ধে ক্যু সংঘটিত করে। দিয়েম পালিয়ে গিয়ে একটি গির্জায় আশ্রয় নেন। তাকে সেখান থেকে টেনে হিঁচড়ে বের করা হয় ও মেরে ফেলা হয়।

সৌরিন সেন তার "ভিয়েতনাম" বইয়ে দিয়েমের পূর্বেকার ফ্যাসিস্টদের কপালে কি ঘটেছিল সে প্রসঙ্গ টেনে ঘটনার বর্ণনা দেন এভাবে: "ঠিক এভাবেই চিয়াং কাইশেক একদিন জনতার হাত থেকে বাঁচবার জন্যে গোপনে প্রাসাদ ত্যাগ করেছিলেন। রক্তাক্ত পদচিহ্ন রেখে প্যারাগুয়ের পথে এক জলযানে চেপে রেমন ডমিনগো পেরন একদিন বুয়েনার্স আয়ার্স থেকে ঠিক এইভাবেই পালান। বগোদার অভ্যুত্থানে তাড়া খেয়ে প্রাণ ভয়ে রোজাজ পিনিল্লা ঠিক এই নিয়মেই এয়ারপোর্ট ত্যাগ করেন। হাভানা অবরুদ্ধ। দেশবাসী তাকে ছিন্ন ভিন্ন করবে, প্রেসিডেন্ট বাতিস্তা বুঝতে পেরেছিলেন। কোটি কোটি ডলারের পাশ বই আর অগণিত মনি মুক্তো নিয়ে প্রেসিডেন্ট বাতিস্তাও তাই প্রাসাদ ছেড়ে ঠিক এইভাবেই মিয়ামী বা ফ্লোরিডার পথে হাভানা বিমান ঘাঁটি ত্যাগ করে যান। ..... মিল অনেকের সঙ্গেই। কিন্তু দিয়েমের জীবনের এই শেষ অংশটুকুর হয়তো বেনিটো মুসোলিনির জীবনের সঙ্গেই সবচেয়ে বেশী মিল। আমেরিকার ট্যাংক মিলানে পৌঁছে গেছে। মুসোলিনীর সুইস ফ্রন্টিয়ারের উদ্দেশ্যে গোপনে রাতের অন্ধকারে মিলান ত্যাগ, ক্রমাগত অবস্থান পরিবর্তনের পর বিপুল হীরে-জহরৎ, মণি মুক্তো আর বিদেশী মুদ্রাসহ 'ডঙ্গো'র পাহাড়ি পথে বিপ্লবী মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে ধরা পড়া ও ভিলা বেলমোন্টির নির্জন পথে কমিউনিস্ট বিপ্লবী ভেলোরিয়োর হাতে নিহত হবার রোমহর্ষক কাহিনীর সঙ্গে প্রেসিডেন্ট নগো দিন দিয়েম-কে চেলিনে তাড়া করে এসে ক্যাটলিক গির্জা থেকে টেনে বের করার মধ্যে অত্যাশ্চর্য মিল লক্ষ্য করা যায়। দু'জনেই ছিলেন সর্বেসর্বা। দু'জনেই ফ্যাসিস্ট। দিয়েমের দেহ নিয়ে যাওয়া হয়েছে সায়গন সামরিক সদর দপ্তরে। মুসোলিনিকে টাঙিয়ে রাখা হয়েছিল মিলানের পিয়াজেল লরেটোর প্রকাশ্য আঙিনায়।"

দিয়েম চক্রের অন্যতম দুর্দান্ত সহযোগি ছিলেন তারই ভ্রাতৃবধূ মাদাম ন্যু। এ সময় তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সফররত ছিলেন। দিয়েমের মৃত্যুর খবর শুনে তিনি তার সেই বিখ্যাত উক্তি করেছিলেন: "Whoever has the Americans as allies does not need enemies" অর্থাৎ আমেরিকা যার বন্ধু, তার শত্রুর দরকার হয় না।

প্রকাশ্যে ইউপিডিএফ সদস্যদের গলাটিপে হত্যা করার নির্দেশ প্রদানকারী ও বহু নিরীহ লোকের মৃত্যুর জন্য দায়ি জনসংহতি সমিতির শীর্ষ নেতা ও তার চাটুকারদের উপরে বর্ণিত ফ্যাসিস্টদের করুণ পরিণতি থেকে শিক্ষা নেয়া উচিত। উচিত সময় থাকতে জনতার কাছে মাথা নত করা। ভ্রাতৃঘাতি সংঘাত বন্ধ করা। জনগণকে শান্তিতে থাকতে দেয়া। সরকারের সাথে চুক্তি করা ভুল হয়েছে বলে স্বীকার করতে পারলে, সংঘাত জারী রাখার কি উদ্দেশ্য এবং কার স্বার্থে? এই প্রশ্ন এখন সবার।

মৌর্য সম্রাট প্রিয়দর্শী অশোক ইতিহাসের একমাত্র না হলেও অন্যতম জনপ্রিয় শাসক। প্রথম জীবনে দীর্ঘদিন ধরে ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির পিছনে ছুটে বেড়িয়েছিলেন বলে তার নাম হয়েছিল কামাশোক। এরপর আসে সেই সময় যখন তিনি চূড়ান্ত দুষ্টপ্রকৃতির হয়ে ওঠেন এবং এর ফলে তাকে আখ্যা দেয়া হয় চণ্ডাশোক। অবশেষে কলিঙ্গ যুদ্ধের পর বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ ও ধর্মনিষ্ঠার ফলে তাকে ডাকা হয় ধম্মাশোক। জেএসএস নেতাটিও কি কখনো কামালারমা ও চণ্ডালারমা থেকে ধম্মালারমা হবেন? যদি হন তাহলে তার নিজের এবং সবার জন্য মঙ্গল। ■

কারা জীবনের কিছু কথা

সচিব চাকমা

লেখার শুরুতে পাঠককে বলে রাখা ভালো হবে এখানে নিজের কারা জীবনের কথা লিখতে গিয়ে প্রসঙ্গ ক্রমে রাষ্ট্র, সরকার ও প্রশাসন সম্পর্কিত বিষয়ে যা আলোচনা হবে তা একান্তই আমার ব্যক্তিগত অভিমত। আমার মতো অত্যন্ত সীমিত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা নিয়ে এসব বিষয়ে মতামত দেয়া নিঃসন্দেহে ধৃষ্টতার সামিল। তবুও রাজনীতির কারণে যাদের জেল খাটতে হয় তাদের কথা বিবেচনা করে ঐসব উচ্চ মার্গীয় বিষয়ে অভিমত ব্যক্ত করার প্রয়াস পেয়েছি। আমার লেখার সমালোচনা করার আহ্বান জানাচ্ছি।

ইউপিডিএফ গঠিত হয় ১৯৯৮ সালের ২৬ আগষ্ট। শুরু থেকেই আমি এই পার্টির সাথে একাত্ম হয়ে কাজ করে যাচ্ছি। আমার এই আট বছরের সংক্ষিপ্ত পার্টি জীবনে ইতিমধ্যে দু'বার জেল খাটতে হলো। সর্বশেষ ৯টি মামলায় ১ বছর ২১ দিন হাজত বাস শেষে বের হয়েছি গত ১৪ জুলাই। এ সংগ্রামী জীবনে ভবিষ্যতে যে আর জেলে যেতে হবে না তারও কোন নিশ্চয়তা নেই। বরং যেভাবে সরকারের দমন নীতি চলছে তাতে জেলে অন্তরীণ হওয়ার সম্ভাবনাটাই বেশী থেকে যায়।

প্রথম বার গ্রেফতার হয়েছি ১৯৯৮ সালের ১১ ফেব্রুয়ারী। নান্যাচর বাজারে। গ্রেফতারের কারণ জনগণের সাথে জেএসএস-এর বিশ্বাসঘাতকার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা। গ্রেফতারের একদিন আগে অর্থাৎ ১০ ফেব্রুয়ারী যখন খাগড়াছড়ি স্টেডিয়ামে মহা ধুমধাম করে অস্ত্র জমাদানের নামে জাতীয় অবমাননা চলছিল, সেদিনই আমরা নান্যাচর বাজারে মিছিল ও সমাবেশ করে তার প্রতিবাদ জানাই। আমাদের মিছিলটি ছিল খুবই জঙ্গি এবং এক পর্যায়ে সেখানে সন্তু লারমার কুশপুত্তলিকা দাহ করা হয়। এমনকি বিস্কুট বিতরণের মাধ্যমে জেএসএস-এর প্রতিকী "সাতদিন্যা" (কারোর মৃত্যুর সাত দিন পর যে ভোজ দেয়া হয়) দেয়া হয়েছিল সেদিন।

জেলে যে অসহনীয় কষ্ট ভোগ করতে হয় ও সর্বক্ষণ দুর্ব্যবহার সহ্য করতে হয় তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না।

এটা স্বাভাবিকভাবেই জেএসএস ও তৎকালীন সরকারের পছন্দ হয়নি। আমাকে এবং পরে পার্টির আরো অনেককে গ্রেফতার সে কথাই প্রমাণ করে। গ্রেফতারের পর আমাকে রাঙ্গামাটি জেলে রাখা হয় এবং ৬ মাস ১৭ দিন আটকের পর জামিনে ছাড়া পাই ১৯৯৮ সালের ১ সেপ্টেম্বর।

আমাকে দ্বিতীয় বার গ্রেফতার করা হয় ২০০৫ সালের ২৩ মে। আমরা খাগড়াছড়ির স্বনির্ভরস্থ পার্টি অফিসে মিটিং করছিলাম। ৭ জুন ভূমি বেদখলের বিরুদ্ধে যে মহাসমাবেশ হবে তার প্রস্তুতির জন্য এই মিটিং। মিটিং এর এক পর্যায়ে হঠাৎ পুলিশ এসে আমাদের ঘিরে ফেলে এবং ধরে ধরে গাড়িতে তুলে থানায় নিয়ে যায়। আমাদের ১৬ জনকে তারা গ্রেফতার করে। এর মধ্যে অবশ্য ছিলেন ৩ জন সাধারণ পাবলিক। এই তিন জনের মধ্যে দুই জনকে থানা কাস্টডি থেকে ছেড়ে দেয়া হয়। অন্য জন সরকারী চাকুরীজীবী হওয়া সত্ত্বেও পুলিশ তাকে ছেড়ে দেয়নি। এর কারণ তার এক ঘনিষ্ট আত্মীয় ইউপিডিএফ-এর কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য। এ ছাড়া তাকে আটক করার অন্য কোন কারণ ছিল না। তার বিরুদ্ধে ইতিপূর্বে কোন মামলাও ছিল না। অযথা তাকে হয়রানি করার জন্য আটক করা হয়েছিল। আমাদের সাথে গ্রেফতার হওয়া এই তিন ব্যক্তি ছিলেন আগাগোড়াই নিরীহ। আমাদের পার্টি কর্মসূচীর সাথে তাদের ন্যুনতমও সংশ্লিষ্টতা ছিল না। স্বনির্ভর বাজার থেকেই তাদের ধরে নিয়ে আসা হয়।

দুই জনকে ছেড়ে দেয়ার পর আমাদের বাকি যে ১৪ জনকে রাখা

৭ম পাতায় দেখুন

স্বাধিকার ■ বুলেটিন নং ৪০ ■ বর্ষ ১২ ■ সংখ্যা ৪

রাঙ্গামাটিতে জঙ্গী হামলার নিন্দা ও প্রতিবাদ

ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ) এর ঢাকা ইউনিট থেকে দেয়া এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে ৯ জুলাই দিবাগত রাত ১.৩০ টার সময় রাঙ্গামাটির নুঅ কেরেট ছড়িতে জেএসএস জঙ্গী কর্তৃক দুই গ্রামবাসী ও এক ইউপিডিএফ কর্মিকে হত্যার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানানো হয়েছে।

বিবৃতিতে বলা হয়েছে গত ৯ জুলাই দিবাগত রাত ১.৩০ টার সময় জেএসএস-এর একদল সশস্ত্র জঙ্গী ইউপিডিএফ কর্মী ও নুঅ কেরেটছড়ি গ্রামে অতর্কিতে সশস্ত্র হামলা চালায়। এতে নুঅ কেরেটছড়ি গ্রামের বাসিন্দা গৃহবধু প্রেমলতা চাকমা স্বামী- বিজয় শান্তি চাকমা, তলমণি চাকমা (৪০) পিতা- ফেদজ্যা চাকমা ও ইউপিডিএফ কর্মি সুশীল চাকমা পিতা- ভাজা চাকমা গ্রাম- কুদুকছড়ি নীচ পাড়া ঘটনাস্থলেই নিহত হয় এবং মিদু চাকমা (১৮) পিতা- লক্ষীধন চাকমা গ্রাম-লক্ষীছড়ি ও সন্তোষ চাকমা (১৮) পিতা- জ্ঞান প্রকাশ চাকমা, গ্রাম- শিয়াল্যা পাড়া, ইউপি- বুড়িঘাট গুরুতর আহত হয়। ঘটনার পর পালিয়ে যাওয়ার সময় জঙ্গীরা গ্রামবাসীদের ব্যবহৃত একটি ইঞ্জিনচালিত বোট চুরি করে নিয়ে যায়।

বিবৃতিতে আরো বলা হয়, জেএসএস চুক্তির পর পরই পূর্ণস্বায়ত্তশাসনের আন্দোলনরত ইউপিডিএফ-এর নেতা কর্মি ও সমর্থকদের উপর সশস্ত্র হামলার মাধ্যমে সরকারের নীল-নক্শা বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। জেএসএস এ পর্যন্ত আড়াই শতের অধিক ইউপিডিএফ ও পিসিপি নেতা-কর্মি এবং সমর্থককে হত্যা করেছে। সম্প্রতি গত ৮ জুন '০৬ জেএসএস-এর সশস্ত্র জঙ্গীরা ঘিলাছড়িতে ইউপিডিএফ কর্মি সঞ্চয় বিকাশ চাকমা ওরফে ফিদিক্যা চাকমাকে গুলি করে হত্যা করেছে। গত ২২মে '০৬ জেএসএস-এর সশস্ত্র জঙ্গীরা প্রকাশ্য দিবালোকে পথিমধ্যে গাড়ি থামিয়ে মহালছড়ি সদর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আর্কিমিডিস চাকমা ও ইউপি সদস্য বিপুল খীসাকে অপহরণ করে গুম করেছে। এ ধরণের সশস্ত্র কার্যকলাপের মাধ্যমে জেএসএস সরকারের জুম্ম দিয়ে জুম্মো ধ্বংসের নীতিকে বাস্তবায়ন করছে, যা খুবই ঘৃণ্য এবং নিন্দনীয়। বিবৃত্তিতে হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করে বলা হয় খুন, গুম, অপহরণ ও সশস্ত্র হামলা করে কেউই রেহাই পায়নি। পার্বত্য চট্টগ্রামে সংঘটিত সকল হত্যাকান্ডের জন্য সন্তু লার্মাকে অবশ্যই জনগণের কাছে জবাবদিহি করতে হবে।

বিবৃতিতে অবিলম্বে হত্যাকারী জেএসএস জঙ্গীদের গ্রেফতার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানানো হয় এবং ভ্রাতৃঘাতি সংঘাত বন্ধ করে পূর্ণস্বায়ত্তশাসন অন্দোলনে শরীক হওয়ার জন্য জেএসএস এর প্রতি আহ্বান জানানো হয়।

মহালছড়িতে সেনা কর্তৃক হত্যা ও আটকের প্রতিবাদে ইউপিডিএফ

ইউনাইটেড পিপল্স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ)-এর প্রেস সেকশান থেকে গত ১৬ জুলাই '০৬ দেয়া এক বিবৃতিতে মহালছড়িতে সেনাবাহিনী কর্তৃক একজন গ্রামবাসীকে হত্যা ও ছয়জন গ্রামবাসীকে আটকের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানানো হয়েছে।

বিবৃতিতে উক্ত ঘটনাকে বর্বর ও কাপুরুষোচিত উল্লেখ করে বলা হয়, দীর্ঘ দিন থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামে নিয়োজিত সেনাবাহিনীরা নিজেদের ক্ষমতা জায়েজ করার জন্য সাধারণ জনগণের উপর বর্বর ও নিষ্ঠুরতম নির্যাতন চালিয়ে আসছে। পাহাড়ি জনগণের জীবন প্রতি পদে পদে আজ সেনা বাহিনীর বুটের তলায় নিষ্পেষিত। একটা বিয়ে অনুষ্ঠানে এ ধরনের বর্বর নির্যাতন পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর নির্যাতনকেও হার মানায়। এ ধরনের বর্বর নির্যাতনকে সেনা ঔদ্ধত্যের চূড়ান্ত বহিঃপ্রকাশ উল্লেখ করে বিবৃতিতে হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করে বলা হয়, সেনাবাহিনীরা সাধারণ জনগণের উপর পরিচালিত নিপীড়ন-নির্যাতন অবিলম্বে বন্ধ না করলে ইউপিডিএফ পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণকে সাথে নিয়ে বৃহত্তর কর্মসূচি ঘোষণা করবে।

বিবৃতিতে উক্ত হত্যার ঘটনায় জড়িত সকল সেনা সদস্যদের দৃষ্টান্তমুলক শাস্তির দাবিসহ পাবর্ত্য চট্টগ্রাম থেকে সেনাবাহিনী প্রত্যাহার, 'অপারেশন উত্তরণ' নামে পরিচালিত সেনা শাসন তুলে নেয়ার দাবি জানানো হয় এবং অবিলম্বে আটককৃত নিরীহ গ্রামবাসীদের নিঃশর্ত মুক্তির দাবি জানানো হয়।

মহালছড়ির বাদোলহাদ্ গ্রামে সেনা হামলা, খুন ও আটকের প্রতিবাদে পিসিপি-গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের বিক্ষোভ মিছিল সমাবেশ অনুষ্ঠিত

বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ ও গণতান্ত্রিক যুব ফোরাম মহালছড়ির বাদলহাদ্ নামক গ্রামে এক বিয়ে বাড়িতে সেনা হামলা, খুন ও আটকের প্রতিবাদে গত ৪ জুলাই বিকাল ৪টায় ঢাকার মুক্তাঙ্গনে এক বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশের আয়োজন করে। এতে বক্তব্য রাখেন পিসিপি ঢাকা শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক সুমেন চাকমা, পিসিপির'র কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সাধারণ সম্পাদক রিকো চাকমা ও গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক সুপার জ্যোতি চাকমা। সমাবেশ পরিচালনা করেন পিসিপি ঢাকা শাখার সাধারণ সম্পাদক অংগ্য মার্মা।

বক্তারা বলেন, সরকার সাম্প্রতিককালে পার্বত্য চট্টগ্রামে জুম্ম ধ্বংসের কার্যক্রম জোরদার করেছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে ন্যায্য আন্দোলন নস্যাত করে দেয়ার জন্য সরকার ও সেনাবাহিনী নিরীহ জনগণের উপর হামলা-আক্রমণ ও মিথ্যা মামলা দিয়ে জেলে পাঠিয়ে হয়রানি করছে। গত ১৪ জুলাই মহালছড়ির বাদোলহাদ্ গ্রামে একটি বিয়ে অনুষ্ঠানে সেনাবাহিনী অতর্কিত হামলা চালিয়ে সাধারণ লোকজনকে মারধর করে। সেনাদের নির্যাতন থেকে স্কুল পড়ুয়া শিশুরাও বাদ যায় নি। চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র রুপেন্তু চাকমাকেও সেনারা নির্যাতন করেছে। সেনারা বর্বর ও নিষ্ঠুরতম নির্যাতন চালিয়ে মধ্যযুগীয় কায়দায় বিরক্ক চাকমাকে হত্যা করেছে এবং অপর ৬ জন নিরীহ গ্রামবাসীকে মিথ্যা মামলা দিয়ে জেলে পাঠিয়েছে।

বক্তারা এ ঘটনাকে ন্যাক্কারজনক ও কাপুরুষোচিত উল্লেখ করে বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামে সেনা নিপীড়ন সীমা ছাড়িয়ে গেছে ও সাধারণ গ্রামবাসীদের সব সময় আতঙ্কে দিনাতিপাত করতে হচ্ছে।

বক্তারা অবিলম্বে আটককৃত ৬ জন নিরীহ গ্রামবাসীর নিঃশর্ত মুক্তির দাবি জানান এবং বিরক্ক চাকমার হত্যাকারী সেনা সদস্যদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি, 'অপারেশন উত্তরণ' এর নামে পরিচালিত সেনাশাসন বন্ধ ও পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে সেনাবাহিনী প্রত্যাহারের দাবি জানান। সমাবেশ শেষে একটি বিক্ষোভ মিছিল মুক্তাঙ্গন থেকে শুরু হয়ে শহরের গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে শেষ হয়।

পানছড়ির পুজগাঙে সশস্ত্র জঙ্গি কর্তৃক ইউপিডিএফ অফিস পুড়িয়ে দেয়ার নিন্দা

ইউনাইটেড পিপল্স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট চট্টগ্রাম ইউনিট ১১ আগষ্ট এক বিবৃতিতে ১০ আগষ্ট মধ্যরাতে সন্তু লারমার লেলিয়ে দেয়া কতিপয় সশস্ত্র জঙ্গি কর্তৃক উত্তর পার্বত্য চট্টগ্রামের পানছড়ি থানাধীন পুজগাঙে অবস্থিত ইউপিডিএফ কার্যালয়সহ বেশ কয়েকটি দোকানে অগ্নি সংযোগের ঘটনায় তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছে।

বিবৃতিতে বলা হয়, পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের ওপর অবর্ণনীয় নির্যাতন, ভূমি আগ্রাসন ও সম্প্রতি মহালছড়ির বাদোলহাদ নামক গ্রামে এক বিয়ে বাড়িতে সেনা হামলা, খুন ও গ্রেফতারের বিরুদ্ধে কোন ধরনের আন্দোলন গড়ে না তুলে, সরকারের আজ্ঞাবাহী দালাল সন্তু চক্র একদিকে "আদিবাসী দিবস" পালনের নামে হাস্যকর তামাশার আয়োজন করছে, আর অন্যদিকে ইউপিডিএফ ও সাধারণ জনগণের ওপর সশস্ত্র জঙ্গি হামলা অব্যাহত রেখেছে।

আঞ্চলিক পরিষদের গদিতে টিকে থাকার স্বার্থে বিএনপি-জামাত নেতৃত্বাধীন জোট সরকারের মনোরঞ্জনের জন্য সন্তু চক্র এ ধরনের আত্মঘাতি ও ধ্বংসাত্মক কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে বলে বিবৃতিতে অভিমত ব্যক্ত করা হয়।

পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি প্রতিষ্ঠা ও গণতান্ত্রিক পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে সন্তু চক্রকে মদদ দান বন্ধ করার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বিবৃতিতে বলা হয়, পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণ জুম্ম দিয়ে জুম্ম ধ্বংসের সরকারী নীল নকসা কিছুতেই বাস্তবায়িত হতে দেবেন না।

মহালছড়ির বাদোল হাদ্ গ্রামে বিয়ে বাড়িতে সেনা হামলার প্রতিবাদে বিক্ষোভ

বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ ৪ আগষ্ট সকাল ১১টায় খাগড়াছড়ির মহালছড়িতে বাদোল হাদ্ নামক গ্রামে এক বিয়ে বাড়িতে সেনা হামলা, একজন নিরীহ লোককে হত্যা ও ধর-পাকড়ের প্রতিবাদে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে এক বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করে। এতে বক্তব্য রাখেন ঢাকা শাখার সাধারণ সম্পাদক অংগ্য মারমা ও কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক দীপংকর ত্রিপুরা।

রুনা চাকমাকে ধর্ষণ ও হত্যার প্রতিবাদে হিল উইমেন্স ফেডারেশনের বিক্ষোভ

দিঘীনালার ছোট মেরুং-এ স্কুল ছাত্রী রুনা চাকমাকে ধর্ষণের পর হত্যার প্রতিবাদে হিল উইমেন্স ফেডারেশন ৪ সেপ্টেম্বর খাগড়াছড়িতে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে।

স্বনির্ভর থেকে মিছিলটি শুরু হয়ে শাপলা চত্বর ঘুরে এসে চেঙ্গী স্কোয়ারে শেষ হয়। এরপর সেখানে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সভাপতি সোনালী চাকমা, গণতান্ত্রিক যূব ফোরামের সাধারণ সম্পাদক মিঠুন চাকমা ও পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের সাধারণ সম্পাদক সুনির্মল চাকমা জিম্পু।

বক্তারা ২ সেপ্টেম্বর কিশোরী রুনা চাকমাকে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানান ও অবিলম্বে দোষী ব্যক্তিদের গ্রেফতার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান।

তারা বলেন, যতদিন পর্যন্ত সেনাবাহিনী প্রত্যাহার ও সেটলারদের সমতলে পুনর্বাসন করা হবে না, ততদিন পাহাড়ি নারীরা নিরাপদে থাকতে পারবে না। কোন সরকারই পাহাড়িদের নিরাপত্তা দেয়নি। প্রত্যেক সরকারের আমলে আমাদের ওপর নির্যাতন চালানো হয়েছে। কিন্তু পাহাড়ি জনগণ আর এসব অত্যাচার জুলুম মেনে নেবে না। তিনি পাহাড়ি নারীদের হিল উইমেন্স ফেডারেশনের পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান। কারণ আন্দোলন ও প্রতিরোধ ছাড়া বাঁচার আর কোন পথ নেই।

পানছড়িতে ইউপিডিএফ অফিসে অগ্নিসংযোগের প্রতিবাদে মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত

পানছড়ির পুজগাঙে ইউপিডিএফ অফিসসহ পাহাড়ি জনগণের দোকানে হামলা ও অগ্নিসংযোগের প্রতিবাদে পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ ও গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের যৌথ উদ্যোগে গত ১২ আগষ্ট '০৬ বিকাল ৪:৩০ টায় মুক্তাঙ্গনে এক বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। মিছিলটি মুক্তাঙ্গন থেকে শুরু হয়ে বায়তুল মোকাররম ঘুরে আবার মুক্তাঙ্গনে ফিরে এসে এক সমাবেশে মিলিত হয়। গণতান্ত্রিক যুব ফোরাম ঢাকা শাখার সাধারণ সম্পাদক সুপার জ্যোতি চাকমার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন পিসিপির কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক সুনির্মল চাকমা ও ঢাকা শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক সুমেন চাকমা। সভা পরিচালনা করেন পিসিপি ঢাকা শাখার সাধারণ সম্পাদক অংগ্য মারমা।

নেতৃবৃন্দরা বলেন, গত ১০ আগস্ট রাতে খাগড়াছড়ি জেলার পানছড়ি থানাধীন পূজগাঙ ইউনিয়নে সন্তু লারমার লেলিয়ে দেয়া সশস্ত্র জঙ্গিরা ইউপিডিএফ কার্যালয়ে হামলা ও অগ্নি সংযোগের ঘটনা ঘটায়। নেতৃবৃন্দ সন্তু বাহিনীর এ ধরনের কার্যকলাপকে কাপুরুষোচিত ও ন্যাক্কারজনক বলে অভিহিত করেন। তারা বলেন, জঙ্গিরা শুধু ইউপিডিএফ অফিসে অগ্নিসংযোগ করে ক্ষান্ত হয়নি, তারা সাধারণ জনগণের ১০/১২ টি দোকানও পুড়িয়ে দিয়েছে। এভাবে তারা জনগণের সম্পত্তি বিনষ্ট করছে এবং সরকারের "জুম্ম দিয়ে জুম্ম ধ্বংসের" নীতি বাস্তবায়নের হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে।

নেতৃবৃন্দ বলেন, সন্তু লারমার জঙ্গিদের এ ধরনের ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপে সরকার ও সেনাবাহিনী প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সহযোগিতা দিয়ে থাকে।

বক্তারা হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করে আরো বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম যখন সেনা নির্যাতন, নিপীড়ন ও ভূমি আগ্রাসনের বিরুদ্ধে ফুঁসে উঠছে তখন সন্তু লারমার প্রাইভেট আর্মিকে দিয়ে হীন উদ্দেশ্য হাসিল করার সরকারী চেষ্টা পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণ বরদাস্ত করবে না।

নেতৃবৃন্দ ইউপিডিএফ-এর বিরুদ্ধে সন্তু বাহিনীকে মদদদান বন্ধ করে জঙ্গিদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণের দাবি জানান। তা না হলে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণ ইউপিডিএফ এর নেতৃত্বে সরকার , সেনাবাহিনী ও জুম্ম জনগণের কুলাঙ্গার বিশ্বাসঘাতক সন্তু লারমাদের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নিতে বাধ্য হবে। তখন অনাকাঙ্খিত পরিণতির জন্য সরকারকেই দায়ী থাকতে হবে।

গণতান্ত্রিক যুব ফোরাম সভাপতি দীপংকর চাকমার ওপর সন্ত্রাসী হামলার নিন্দা

ইউনাইটেড পিপল্স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ)-এর কেন্দ্রীয় দপ্তর থেকে ৩০ জুলাই' ০৬ দেয়া এক বিবৃতিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের কেন্দ্রীয় সভাপিত দীপংকর চাকমার ওপর জনসংহতি সমিতির মদদপুষ্ট সন্ত্রাসী কর্তৃক হামলার তীব্র নিন্দা জানানো হয়েছে।

বিবৃতিতে বলা হয়, রাজনৈতিকভাবে ইউপিডিএফ-কে মোকাবিলা করতে ব্যর্থ হওয়ায় জনসংহতি সমিতির সন্তু চক্র তার সন্ত্রাসী বাহিনীকে লেলিয়ে দিয়েছে।

বিবৃতিতে অভিযোগ করে বলা হয়, গতকালকে দীপংকর চাকমার ওপর হামলার সময় পুলিশ কেবল নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করেনি,দীপংকর চাকমা হামলা থেকে বাঁচার জন্য পুলিশের কাছ আশ্রয় নিলেও পুলিশ তাকে রক্ষা করেনি।

রাঙ্গামাটিতে অস্ত্রধারী সন্ত্রাসী কর্তৃক দুই গ্রামবাসী ও এক ইউপিডিএফ কর্মিকে হত্যার প্রতিবাদে বিক্ষোভ

রাঙ্গামাটি জেলার নুঅ কেরেটছড়ি গ্রামে জেএসএস অস্ত্রধারী সন্ত্রাসী কর্তৃক দুই গ্রামবাসী ও এক ইউপিডিএফ কর্মিকে হত্যার প্রতিবাদে গত ১০ জুলাই ঢাকার মুক্তাঙ্গনে বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ(পিসিপি) ঢাকা শাখার উদ্যোগে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ হয়েছে। বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন পিসিপি ঢাকা শাখার সাধারণ সম্পাদক অংগ্য মারমা, সুমেন চাকমা ও মংঞো মারমা।

বক্তারা বলেন, পার্বত্য চুক্তির পরপরই জেএসএস সরকারের জুম্মো ধ্বংসের নীতি বাস্তবায়ন করছে। বর্তমান সময়ে এসেও পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নে ব্যর্থ হয়ে জেএসএস উন্মাদের মতো ইউপিডিএফ-এর নেতা কর্মি ও সমর্থকদের ওপর নির্বিচারে হত্যা-সন্ত্রাস চালিয়ে যাচ্ছে। রাজনৈতিকভাবে ইউপিডিএফ-কে মোকাবিলা করতে ব্যর্থ হওয়ায় জনসংহতি সমিতির সন্তু চক্র তার সশস্ত্র সন্ত্রাসী বাহিনীকে লেলিয়ে দিয়েছে।

বক্তারা হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করে বলেন, চুক্তি পরবর্তী জেএসএস পার্বত্য চট্টগ্রামে যে সন্ত্রাস নৈরাজ্য চালাচ্ছে, খুন, গুম, অপহরণের মতো ঘৃণ্য অপকর্ম করে যাচ্ছে তার জন্য সন্তু লার্মাকে গণ আদালতে হাজির হয়ে জনগণের কাছে অবশ্যই জবাবদিহি করতে হবে। বক্তারা অবিলম্বে হত্যাকারী জেএসএস-এর সশস্ত্র সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান।

আগামী সংসদ নির্বাচনে অংশ নেবে ইউপিডিএফ

১ম পাতার পর

এক নয়। এ জন্য নির্বাচন প্রশ্নে নতুন পথের সন্ধান দরকার। দরকার পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের নিজস্ব চাওয়া-পাওয়া ও আশা আকাঙ্ক্ষার ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধভাবে নির্বাচন করা।

পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণ আগামী নির্বাচনে আওয়ামী লীগকে সমর্থন দিতে পারে না, কারণ, ১. আওয়ামী লীগ পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের পক্ষে কোন কথা বলেনি, ২. অব্যাহত সেনা নির্যাতন, ভূমি বেদখলের বিরুদ্ধে কোন আন্দোলন করেনি, ৩. ক্ষমতায় থাকার সময় নিজেরা বিতর্কিত পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়ন করেনি, অথচ আবার ক্ষমতায় গেলে সেই চুক্তি বাস্তবায়ন করবে বলে গাল ভরা প্রতিশ্রুতি দিয়ে লোকজনকে বিভ্রান্ত করতে চাইছে, ৪. পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণ বহুবার আওয়ামী লীগকে ভোট দিয়েছে, কিন্তু তার বিনিময়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণ কিছুই পায়নি। বরং জনগণের আন্দোলনকারী শক্তিগুলোর একটি অংশকে বাগিয়ে নিয়ে আমাদের মধ্যে বিভেদ ও সংঘাত সৃষ্টি করে দিয়েছে, ৫. সেনা প্রত্যাহার, সেটলারদের সম্মানজনকভাবে সমতলে পুনর্বাসন, সংবিধানে জাতিসত্তার স্বীকৃতি, ভূমি অধিকার, পূর্ণস্বায়ত্তশাসন ইত্যাদি প্রশ্নে আওয়ামী লীগের কোন সুনির্দিষ্ট বক্তব্য নেই।

সুতরাং যে দল পার্বত্য চট্টগ্রামের জীবন মরণ সমস্যা সম্পর্কে নির্বিকার, তাকে ভোট দেয়ার কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না।

সংগ্রাম করেই প্রত্যেক জাতি তার নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখে, অন্য কোন পক্ষের বা দলের দালালি করে নয়। আর নির্বাচন হলো সংগ্রামের একটি ক্ষেত্র। সে কারণে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণকে আগামী নির্বাচনকে অবশ্যই গুরুত্বের সাথে নিতে হবে। এবারের নির্বাচনে বিশ্ববাসীর কাছে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণকে এবং বিশেষত পাহাড়ি জনগণকে দেখাতে হবে যে, তারা ভূমি অধিকার, সেটলারদের সমতলে সম্মানজনক পুনর্বাসন, সেনা প্রত্যাহার ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে ঐক্যবদ্ধ। অর্থাৎ নির্বাচনে এই মৌলিক দাবিগুলোর প্রতি জনগণকে ম্যান্ডট দিতে হবে।

ব্রিফিং-এ বলা হয়, এবারের নির্বাচনে খাগড়াছড়িসহ পার্বত্য চট্টগ্রামের তিন আসনে আওয়ামী লীগ কোন শক্ত প্রার্থী দাঁড় করাতে পারবে না। গত নির্বাচনে ইউপিডিএফ-এর শক্তিশালী ভূমিকার কারণে আওয়ামী লীগের প্রভাব বহু গুণ খর্ব হয়েছে। আসলে আওয়ামী লীগ পার্বত্য চট্টগ্রামের আসনগুলোতে জয় লাভে সক্ষম হয়েছিল জনসংহতি সমিতির রাজনৈতিক অদূরদর্শীতা ও ভুল নির্বাচনী কৌশলের কারণে। পাহাড়িদের ভোটের জোরেই আওয়ামী লীগ ১৯৯১ ও ৯৬ সালের নির্বাচনে তিন আসনেই জিততে পেরেছিল। ভোটারের হিসাব নিকাশ যাই থাকুক তিন আসনেই তখন স্বতন্ত্র প্রার্থী দাঁড় করানো উচিত ছিল। এটাই হচ্ছে রাজনৈতিক দূরদর্শিতা ও প্রজ্ঞার বিচারে সঠিক নির্বাচনী কৌশল। কারণ অনেক ক্ষেত্রে বর্তমানের সাময়িক ক্ষতি মেনে নিলেই কেবল পরবর্তীতে দীর্ঘস্থায়ীভাবে লাভবান হওয়া যায়।

এবারের নির্বাচনে বিএনপিরও ভরাডুবি হতে বাধ্য। দুর্নীতি স্বজনপ্রীতি ইত্যাদির কারণে ওয়াদুদ ভূঁইয়ার ইমেজ নিজ দলের মধ্যেও শুন্যের কোটায়। তাছাড়া রয়েছে আভ্যন্তরীণ কোন্দল ও বিবাদ। অপরদিকে, জনসংহতি সমিতি গত নির্বাচনে যে ভুল কৌশল গ্রহণ করেছিল সেটা এবারে সংশোধন করতে চাইছে। তবে এবারেও তাদের অবস্থা হবে লেজে গোবরে। গেল বার জেএসএস নির্বাচন বয়কট ও প্রতিহত করার নামে ইউপিডিএফ-কে ঠেকাতে চেয়েছিল। কিন্তু তাদের সেই চেষ্টা সফল হয়নি। বরং নিজের পায়ে নিজেই কুড়াল মেরেছিলেন সন্তু বাবু। সেই জখম তার এখনো শুকোয়নি। এবারে তিনি নির্বাচনে অংশগ্রহণের ঘোষণা দিয়েছেন। তবে তার এই অংশগ্রহণের অর্থ হবে হয় আওয়ামী লীগ, নতুবা বিএনপির অথবা দু'টো দলেরই লেজ ধরা। চাকমা ভাষায় আরো সহজ করে বললে জেএসএস নির্বাচনে এই দুই দলের "গাবুর হাদবে"। মানে কামলা খাটবে।

ইউপিডিএফ আগের মতোই জনগণের প্রধান ইস্যুগুলো তুলে ধরে নির্বাচনে অংশ নেবে। ইতিমধ্যে ব্রিফিং-এ জনগণের কাছ থেকে ব্যাপক সাড়া পাওয়া গেছে। বিশেষত খাগড়াছড়িতে ওয়াদুদ ঠেকাও সেনটিমেন্ট ব্যাপকভাবে কাজ করছে। ব্রিফিং এ উপস্থিত গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এই অভিমত ব্যক্ত করেন যে, গণধিকৃত ওয়াদুদ ঠেকাতে হলে ইউপিডিএফ ছাড়া কোন বিকল্প নেই।

রাঙ্গামাটি

মধ্য পার্বত্য চট্টগ্রামের কুদুকছড়ি, নান্যাচর, কাউখালি ও বাঘাইছড়ির সাজেকে আসন্ন নির্বাচন সম্পর্কে ইউপিডিএফ-এর গণ ব্রিফিং অনুষ্ঠিত হয়। এই ব্রিফিং এ হেডম্যান, কার্বারী, চেয়ারম্যান, মেম্বার, শিক্ষকসহ এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত হন। কুদুকছড়িতে রাঙ্গামাটি জেলা ইউনিট আয়োজিত ব্রিফিং এ ২৫০ জন উপস্থিত ছিলেন। ইউপিডিএফ-এর পক্ষে বক্তব্য রাখেন নতুন কুমার চাকমা, জুয়েল চাকমা ও রিংকু চাকমা (যুব ফোরাম)। উপস্থাপনা করেন রক্তিম চাকমা। আগত মুরুব্বীদের মধ্যে অনেকে বক্তব্য রাখেন। তারা ইউপিডিএফ-এর নির্বাচনী অবস্থানকে সমর্থন জানান। মঙ্গল ধন চাকমা নামে এক শিক্ষক সরাসরি বলেন যে আগামী নির্বাচনে ইউপিডিএফ-কে ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করা দরকার। কারণ এই পার্টিই পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের অধিকারের পক্ষে আপোষহীনভাবে আন্দোলন করে যাচ্ছে।

কাউখালিতে আয়োজিত ব্রিফিং-এ প্রায় দেড় শত জন গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। সভাপতিত্ব করেন নলিন্দ বিকাশ চাকমা। পার্টির বক্তব্য পেশ করেন অংসাজাই মারমা, রবি চাকমা, চন্দন চাকমা, বিধান চাকমা। মুরুব্বীদের মধ্য থেকে বক্তব্য রাখেন ইউপি মেম্বার ও আসন্ন উপনির্বাচনে চেয়ারম্যান প্রার্থী সুনেন্দু বিকাশ চাকমা, শিক্ষক সুনির্মল চাকমা, চাঞেরি মারমা ও বিমল কার্বারী। তারা বলেন আওয়ামী লীগকে এত বার ভোট দিয়েও পার্বত্য জনগণের জন্য কিছুই করেনি। সংসদে কোন কথা বলেনি। বিএনপিও একই। সুতরাং এবারে যে পার্টি জনগণের পক্ষে আন্দোলন করছে, কথা বলছে সেই পার্টিকেই ভোট দিতে হবে।

নান্যাচরের ব্রিফিং -এ ১২৯ জন উপস্থিত ছিলেন। তারা দুই পার্টির মধ্যে সমঝোতার ওপর বিশেষভাবে জোর দেন, কারণ সংঘাত নির্বাচনে বড় প্রভাব ফেলে। তবে তারা বলেন ইউপিডিএফ-এর পক্ষ থেকে প্রার্থী দেয়া হলে তারা তাকে নির্বাচিত করার জন্য সর্বাত্মক ভূমিকা রাখবেন। পার্টির পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখেন দিলীপ, ইতু ও সুশান্ত। সভাপতিত্ব করেন সেন্ট্রু চাকমা (মেম্বার)।

খাগড়াছড়ি

খাগড়াছড়ি সদর, পানছড়ি, দিঘীনালা, লক্ষ্মিছড়িসহ উত্তর পার্বত্য চট্টগ্রামের বেশ কয়েকটি স্পটে একযোগে গণব্রিফিং অনুষ্ঠিত হয়।

দিঘীনালায় অনুষ্ঠিত ব্রিফিং-এ ছোট মেরুং থেকে শুরু করে নারেছড়ি পর্যন্ত বিভিন্ন এলাকা থেকে ২৫০ জনের অধিক গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। ইউপিডিএফ-এর পক্ষ থেকে সানি, সপ্তর্ষি ও মেঘালয় আগামী নির্বাচনে পার্টির ভূমিকা ও কৌশল ব্যাখ্যা করে বক্তব্য রাখেন। উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ খোলামেলাভাবে তাদের মতামত তুলে ধরেন। তাদের মূল কথা হলো যে কোন উপায়ে দুর্নীতিবাজ ও উগ্রসাম্প্রদায়িক ওয়াদুদকে ঠেকাতে হবে। তারা ইউপিডিএফ-এর ভূমিকার ভূয়সী প্রশংসা করেন।

লক্ষ্মীছড়ির দুইটি স্পটে গণ ব্রিফিং দেয়া হয়। উত্তর শুকনাছড়িতে অনুষ্ঠিত ব্রিফিং-এ উপস্থিত ছিলেন পার্টি প্রতিনিধি বিরল, সুপার জ্যোতি ও শুক্ল চাকমা। শতাধিক গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ হেডম্যান, মেম্বার, চেয়ারম্যান ও শিক্ষক উপস্থিত ছিলেন। তারা বলেন ইউপিডিএফ নির্বাচনে যে ভূমিকা নেবে লক্ষ্মীছড়ির জনগণ তা সমর্থন করবে, যেভাবে গত নির্বাচনে করেছে। অন্য একটি ব্রিফিং স্পট হলো বড়মুরো। সেখানে পার্টির পক্ষ থেকে ব্রিফিং দেন রুই খই মারমা ও উদয় চাকমা। সেখানে ১৯৮ জন গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

মালছড়িতে ব্রিফিং হওয়ার কথা থাকলেও সেনাবাহিনীর হুমকিমূলক অবস্থানের কারণে করা যায়নি। রাত থেকেই হেঙ্গেলছড়ি ক্যাম্পের সেনারা বাজেছড়া গ্রাম ঘিরে রাখে। এখানেই ব্রিফিং হওয়ার কথা ছিল।

খাগড়াছড়ির শিবমন্দিরে আয়োজিত ব্রিফিং এ শতাধিক গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। পার্টির পক্ষে মূল বক্তব্য রাখেন জেলাস চাকমা। সভাপতিত্ব করেন বিশাল চাকমা ও উপস্থাপনা করেন হ্যাপী চাকমা।

জালিয়া পাড়ার কালাপানিতে অনুষ্ঠিত ব্রিফিং-এ মানিকছড়ি, গুইমারা ও রামগড় এলাকার মেম্বার, চেয়ারম্যান, হেডম্যানসহ ১৩০ জন গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। তাদের মধ্য থেকে ৪১ জন মতামত দেন। তাদের বক্তব্যের মূল সুর হলো আওয়ামী লীগ ও বিএনপিকে ভোট দিয়ে কোন লাভ হয়নি, ভবিষ্যতেও হবে না। এবার ইউপিডিএফ-কে পাহাড়ি বাঙালি সবাই মিলে ভোট দিতে হবে। বাইল্যাছড়িতেও অন্য একটি ব্রিফিং অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে দন্ত ত্রিপুরা ও রীনা দেওয়ান বক্তব্য রাখেন। কয়েকটি গ্রামের ২৮ জন মুরুব্বী ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

এছাড়া সাজেক, পানছড়ি, খাগড়াছড়ি সদর, কমলছড়ি ও চট্টগ্রামেও ব্রিফিং আয়োজন করা হয়।

পিসিপির পাঁচ সদস্যের জামিনে মুক্তি

শেষ পাতার পর

করে এবং পিসিপির তৎকালীন সভাপতি ও বর্তমানে গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের সাধারণ সম্পাদক মিঠুন চাকমা ও পিসিপির তৎকালীন সহসভাপতি রূপন চাকমাসহ উক্ত পাঁচ জনকে আটক করে আর্মি বিগ্রেড হেডকোয়ার্টারে নিয়ে যায়। সেখানেও তাদের ওপর অমানুষিক শারীরিক নির্যাতন চালানো হয়। পরদিন মিঠুন ও রূপন চাকমাকে ছেড়ে দেয়া হলেও, সেনারা বাকি পাঁচজনকে থানা পুলিশের হাতে তুলে দেয় ও সম্পূর্ণ মিথ্যাভাবে অস্ত্র আইনের ১৯/ক ও ১৯/চ ধারায় মামলা দেয়।

পিসিপির উক্ত পাঁচ সদস্যকে প্রথমে খাগড়াছড়ি জেলে রাখা হয় ও পরে ২০০৪ সালের ২৯ নভেম্বর চট্টগ্রাম জেলে স্থানান্তর করা হয়।

ছাড়া পাওয়ার পর স্বাধিকার প্রতিবেদকের সাথে আলাপে তারা বলেন, সেনা সদস্যরা সম্পূর্ণ প্রতিশোধ পরায়ণ হয়ে শান্তিপূর্ণ সমাবেশের ওপর হামলা চালায় ও তাদের আটক করে। তারা জানান, চট্টগ্রাম জেলে ইউপিডিএফ এর সদস্য ও সমর্থক মিলে এখনো ২৯ জনের মতো আটক আছেন। তাদেরকেও বিভিন্ন হয়রানিমূলক মামলায় হাজত খাটতে হচ্ছে। তারা মনে করেন পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের ওপর এমনি নির্যাতন সব সময়ই জারী আছে। তার ওপর একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলের (ইউপিডিএফ) সদস্য কিংবা সমর্থক হলে নিপীড়নের মাত্রা আরো বেশি বেড়ে যায়।

বাদোলহাদ বিয়ে বাড়িতে সেনা হামলা

১ম পাতার পর

একটি সেনা দল বাদোলহাদ গ্রামের অতুল চাকমার বাড়ি ঘেরাও করে। এ সময় সেখানে তার বিয়ের অনুষ্ঠান শেষে রাতে ভিসিআর-এ ফিল্ম দেখানো হচ্ছিল। সেনারা বর অতুল চাকমাসহ ৭ জনকে আটক ও অমানুষিকভাবে মারধর করে। অত্যধিক শারীরিক নির্যাতনের কারণে কেরানি মোহন চাকমার ছেলে কেঙ্গেল ময় চাকমা ঘটনাস্থলেই মারা যান। এরপর সেনারা বাকি ছয় জন নিরীহ গ্রামবাসীকে ক্যাম্পে নিয়ে যায় এবং পরদিন মহালছড়ি থানায় তাদের সোপর্দ করে।

আটককৃতরা হলেন অভিনয় চাকমা (১৯) পিতার নাম পূর্ণ কুমার চাকমা, আনন্দ চাকমা (২০) পিতার নাম সুমতি রঞ্জন চাকমা, নিহত ব্যক্তির ভাই আজেন্টোনো চাকমা (১৮) পিতার নাম কেরানি মোহন চাকমা, বিনিময় চাকমা (১৯) পিতার নাম নীল মোহন চাকমা এবং পুতুল বিকাশ চাকমা (২০) পিতার নাম উপেন্দ্র চাকমা।

এদের মধ্যে পুতুল বিকাশ চাকমার বাড়ি কেঙ্গেলছড়ি ও বাকি অন্য সবার বাড়ি বাদোলহাদ গ্রামে। আটককৃতদের বর্তমানে খাগড়াছড়ি জেলে রাখা হয়েছে।

ঘটনা ধামাচাপা দেয়ার জন্য সেনারা তাদেরকে সন্ত্রাসী হিসেবে চিত্রিত করছে।

কারা জীবনের কিছু কথা

৫ম পাতার পর

হয়, তাদের মধ্যে ইতিমধ্যে বিভিন্ন সময়ে ১১ জন জামিনে ছাড়া পেয়েছি। এখনো ছাড়া পাওয়ার অপেক্ষায় আছেন চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগারে রঞ্জন মনি চাকমা, খাগড়াছড়ি জেলা কারাগারে পুলক জ্যোতি চাকমা ও পিপু ত্রিপুরা (বৈষ্ণব)। প্রথম জন গ্রেফতারের সময় ইউপিডিএফ খাগড়াছড়ি জেলা ইউনিটে কর্মরত ছিলেন। দ্বিতীয় জন পিসিপির জেলা কমিটির সভাপতি। তবে কিছু দিন আগে অনুষ্ঠিত পিসিপির কেন্দ্রীয় কাউন্সিলে তাকে কেন্দ্রীয় কমিটির সহসভাপতি নির্বাচিত করা হয়েছে। তৃতীয় জন অর্থাৎ পিপু ত্রিপুরাও ইউপিডিএফ-এর সক্রিয় সদস এবং মাটিরাঙ্গা-রামগড়ে দায়িত্বরত ছিলেন।

যে পুলিশ অফিসারের নেতৃত্বে আমাদের গ্রেফতার করা হয় তার নাম ওসি আবুল কালাম আজাদ। তার সাথে আরো ছিলেন ৩/৪ জন এস.আই ও এ.এস.আই-সহ ৬০-৭০ জন পুলিশ। থানায় নিয়ে যাওয়ার আগে জানতে পারিনি কতজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। আমাদের দেখে থানায় কর্তব্যরত পুলিশ অফিসাররা রীতিমত কিংকর্তব্যবিমূঢ় ও হ-য-ব-র-ল হয়ে পড়েন। বহুক্ষণ পর আমাদের নাম ঠিকানা নেয়া হয় এবং হাতে যেসব জিনিসপত্র যেমন টাকা পয়সা ঘড়ি ইত্যাদি ছিল তা আমাদের কাছ থেকে নেয়া হলো।

থানা থেকে জেল খানায় নিয়ে যাওয়া হল আমাদের। জেলের গাড়িতে তোলার সময় সবাইকে ভিডিও করা হল। জেল গেইটে পৌঁছে প্রথমে একটা লাল ফটক পার হলাম। এরপর আমাদের নাম, ঠিকানা, পিতা, মাতা ও পুত্র-কন্যার সংখ্যাও লিখে রাখা হল। এর পর আরও একটা লাল গেইট ক্রস করে আমাদেরকে নিয়ে যাওয়া হল যেখানে তার নাম জেলের ভাষায় "আমদানী ওয়ার্ড"। কয়েকজনকে ২ ও ৩ নং ওয়ার্ডেও ঢুকিয়ে দেয়া হলো। ঢুকার সাথে সাথে দু'বার "ফাইলে" বসতে হলো। (জেল খানায় সকাল, দুপুর ও বিকেল দৈনিক তিনবার আসামী গণনা করা হয়। এ গণনার সময় ৪ জন করে সারিবদ্ধভাবে বসতে হয়। এটাকে জেলে বলা হয় "ফাইল"। এছাড়া পরিদর্শক গেলে এবং সাপ্তাহিক "চেক ফাইল" আছে।) তার পরদিন আমাদের ১৪ জনকে আমদানী ওয়ার্ডে একত্রিত করা হলো। অর্থাৎ ব্যবসা শুরু হয়ে গেলো আমাদেরকে নিয়ে। এর আগে জেএসএস-এর প্রায় ৩০-৩৫ জন এক সাথে জেলে ঢুকেছিল। জানা গেল তাদের কাছ থেকে জেল কর্তৃপক্ষ মোটা অংকের টাকা হাতিয়ে নেয়। জেলের লোকজনকে টাকা ঘুষ দেয়ার বিনিময়ে জেএসএস-এর ব্রজ কিশোর ও ভিক্টরবাবুরা জেল খানায় রাজার হালে চলাফেরা করত। এসব কথা আমাদের শোনানো হলো। আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম কোন টাকা দেয়া হবে না। অর্থাৎ জেলের ভাষায় সিস্টেমে যাবো না। এ ছিল আমাদের একেবারে কড়া সিদ্ধান্ত। কিন্তু দেখা গেল ঘুমানো দূরের কথা বসে থাকা কিংবা দাঁড়িয়ে থাকারও জো নেই আমদানী ওয়ার্ডে। স্বাভাবিকভাবে থাকতে পারে ১৬-১৭ জন। সে জায়াগায় আছে ৩০ - ৩৫ জন। আমাদের আমদানির পর এই সংখ্যা সর্বশেষ বেড়ে দাঁড়ালো ৬০ - ৬৫ জন। রাতে ঘুমোতে পারতাম না। শোবার কোন জায়গা নেই। আর আমরা যে সময় জেলে ঢুকি তখন গ্রীষ্ম কাল। গরমে প্রাণ যায় যায় অবস্থা। উপায়ান্তর না দেখে বাধ্য হয়ে সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে সিস্টেমে যেতে হলো। ১৪ জনের জন্য ৫,০০০ টাকা জেল কর্তৃপক্ষ অর্থাৎ জমাদার, কেরাণী এবং জেলারকে দিতে হলো। টাকা দিয়েও প্রায় সপ্তাহ খানেক ইলিশ ফাইলে আমাদের থাকতে হলো। আমাদের টাকায় জেল কর্তৃপক্ষ রীতিমত ব্যবসা শুরু করে দিল। আমাদের ঢোকার আগে জেলে মেডিক্যাল ওয়ার্ড ছিল না। ছিল শুধু একটা ডিসপেনসারী। পাশের রুমে আদা ময়দা রাখা হতো। অর্থাৎ গোডাউন হিসেবে ব্যবহার করতো। আমাদের টাকায় সেখানে মেডিক্যাল ওয়ার্ড খোলা হল। অথচ আমাদের একজনকেও সেখানে রাখা হল না। সে মেডিক্যাল ওয়ার্ডে থাকলে জনপ্রতি এককালীন ৫০০ টাকা (ভর্তি ফি -এর মতো) এবং এর পর প্রতি মাসে ৩০০ টাকা করে দিতে হতো। যারা এ টাকা দেয়ার সামর্থ্য রাখে অর্থাৎ যারা জেল খানার ভাষায় সেয়ানা-বি ক্লাশ তারাই এ ওয়ার্ডে ভর্তি হলো। আর আমরা আমদানি ও সাধারণ ওয়ার্ডে পড়ে থাকলাম।

জেলে যে অসহনীয় কষ্ট ভোগ করতে হয় ও সর্বক্ষণ দুর্ব্যবহার সহ্য করতে হয় তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। আমাদের ধরা পড়ার আগে পার্টির যে সব সদস্য জেল হাজতে ঢুকেছেন তাদের কষ্ট ছিল আরো বেশী। যেমন প্রতুল বিকাশ , জ্ঞান রঞ্জন, সাজাই মার্মা, বিনয় ত্রিপুরা ও সময় (বিজয় বসন্ত) দুই তিন বছর ধরে আক্ষরিক অর্থে অন্ধকার প্রকোষ্ঠে অন্তরীণ আছেন। এছাড়া চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগারে রাহুল (সুশীল), দেব ও হেভেন প্রায় চার বছর যাবৎ ডিটেনশন-এ রয়েছেন। এভাবে রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগারে আমাদের পার্টির প্রায় ৮০ জন এখনো জেল হাজতে বন্দী রয়েছেন। *চলবে .....*

ইউপিডিএফ নেতা সচিব চাকমার জামিনে মুক্তি লাভ

ইউনাইটেড পিপল্‌স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট-এর কেন্দ্রীয় নেতা ও খাগড়াছড়ি জেলা ইউনিটের প্রধান সমন্বয়ক সচিব চাকমা দীর্ঘ কারাবাসের পর গত শুক্রবার (১৪ জুলাই) জামিনে মুক্তি পেয়েছেন। তাকে অন্য ১২ জন পার্টি সদস্যসহ ইউপিডিএফ খাগড়াছড়ি জেলা অফিস থেকে গত বছর ২৩ মে আটক করা হয়। এ সময় তারা ৭ জুন ভূমি বেদখল বিরোধী সমাবেশ সফল করতে অঙ্গ সংগঠনগুলোর সাথে মিটিং করছিলেন।

আটকের পর তার বিরুদ্ধে বেশ কয়েকটি মিথ্যা মামলা দায়ের করা হয়। প্রথমে তাকে খাগড়াছড়ি জেলে ও পরে চট্টগ্রাম কারাগারে স্থানান্তরিত করা হয়।

সচিব চাকমা প্রথম গ্রেফতারের শিকার হন পার্বত্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর ১৯৯৮ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি। এ সময় পুলিশ তাকে নান্যাচর বাজার থেকে আটক করে রাঙ্গামাটি জেলে প্রেরণ করে। দীর্ঘ কাল কারাভোগের পর তিনি জামিনে মুক্তি লাভ করেন।

সচিব চাকমা ইউপিডিএফ-এর একজন প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। তিনি পার্টি গঠনের আগে পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ ও পাহাড়ি গণ পরিষদে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন।

নতুন পার্টি ইউপিডিএফ-এর ওপর সুপরিকল্পিত রাজনৈতিক দমন পীড়নের অংশ হিসেবে চুক্তির পর থেকে আজ পর্যন্ত পার্টির বহু কর্মি ও সমর্থককে গ্রেফতার করা হয়েছে। এখনো পর্যন্ত চট্টগ্রাম, খাগড়াছড়ি ও রাঙ্গামাটি জেলে প্রায় এক শ' ইউপিডিএফ কর্মি ও সমর্থক আটক রয়েছেন। পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রেক্ষাপটে এ সংখ্যা কখনোই নগণ্য নয়।

পিসিপির পাঁচ সদস্যের জামিনে মুক্তি লাভ

ইউপিডিএফ-ভুক্ত সংগঠন পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের ৫ সদস্য গত ৭ আগষ্ট চট্টগ্রাম কারাগার থেকে জামিনে মুক্তি পেয়েছেন। এর আগে ২৫ জুলাই হাইকোর্ট তাদের জামিনের আবেদম মঞ্জুর করে। মুক্তিপ্রাপ্তরা হলেন রসময় চাকমা, ভুবন মনি চাকমা, সাধন বিকাশ চাকমা, জ্যোতিষ চাকমা ও বিটু চাকমা। তারা সকলেই পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের সক্রিয় সদস্য।

২০০৪ সালের ৬ আগষ্ট সেনাবাহিনী স্বনির্ভর এলাকা থেকে তাদের গ্রেফতার করে। ঐদিন পিসিপি খাগড়াছড়ি জেলা কমিটির সম্মেলন শেষে আয়োজিত সমাবেশে সেনা সদস্যরা আচমকা হামলা চালিয়ে বেশ কয়েকজনকে বেধড়ক মারধর

৭ম পাতায় দেখুন

দক্ষিণ কোরিয়ায় পার্বত্য চট্টগ্রামে মানবাধিকার বিষয়ক চিত্র প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত

সিউল প্রতিনিধি

দক্ষিণ কোরিয়ার রাজধানী সিউলে ২৭ আগষ্ট পার্বত্য চট্টগ্রামে মানবাধিকার বিষয়ক স্থির চিত্র প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়েছে। জুম্ম পিপল্‌স নেটওয়ার্ক-কোরিয়া এর উদ্যোক্তা। টাহেহাক রো-তে অনুষ্ঠিত এই প্রদর্শনী কোরিয়ান ও অন্যান্য বহু দেশের দর্শণার্থীকে আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয়। জুম্ম পিপল্‌স নেটওয়ার্ক এর সাধারণ সম্পাদকের সংক্ষিপ্ত বক্তব্যের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। তিনি পার্বত্য চট্টগ্রামে অব্যাহত মানবাধিকার লঙ্ঘনের চিত্র তুলে ধরেন এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে বিশ্বের প্রগতিশীল ও মানবতাবাদী ব্যক্তি, সংগঠন ও সরকারসমূহের সহযোগিতা কামনা করেন। মানবাধিকার সংগঠন PNAN, IMMAZINATION FOR INTERNATIONAL SOLIDARITY এবং PALESTINE PEACE SOLIDAQRITY এতে অংশ নেয় এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের পূর্ণস্বায়ত্তশাসন আন্দোলনের সাথে সংহতি প্রকাশ করে।

লেবাননে ইসরায়েলী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ

স্বাধিকার রিপোর্ট॥ লেবাননে ইসরায়েলী হামলা ও আগ্রাসনের প্রতিবাদে ইউপিডিএফ খাগড়াছড়ি ইউনিট ৬ আগষ্ট জেলা সদরে এক বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশের আয়োজন করেছে। মিছিলটি স্বনির্ভর এলাকা থেকে শুরু হয়ে জেলা প্রশাসকের অফিস ঘুরে শাপলা চত্তরে এসে শেষ হয়। এরপর সেখানে এক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

ইউপিডিএফ খাগড়াছড়ি জেলা সমন্বয়ক উজ্জ্বল স্মৃতি চাকমার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক মাইকেল চাকমা, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য রতন চাকমা প্রমুখ। সভা পরিচালনা করেন ক্য হ্লাচিং মারমা।

বক্তারা লেবাননে ইসরায়েলী বিমান হামলা ও আগ্রাসনের তীব্র প্রতিবাদ জানান এবং অচিরেই যুদ্ধ বন্ধের আবেদন জানান। তারা বলেন, লেবাননে ইসরায়েলী বাহিনী নির্বিচারে নিরীহ নারী পুরুষ ও শিশুকে হত্যা করছে, যা বিশ্ব বিবেককে স্তম্ভিত করেছে। অপরদিকে, জাতিসংঘ যুদ্ধ বিরতি প্রস্তাব গ্রহণে গড়িমসি করে চলেছে।

ইউপিডিএফ ঢাকা ইউনিট

লেবাননে ইসরাইলী হামলা ও আগ্রাসনের প্রতিবাদে ইউনাইটেড পিপল্‌স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ) ঢাকা ইউনিটের উদ্যোগে গত ১ আগষ্ট '০৬ বিকাল ৪ টায় ঢাকার মুক্তাঙ্গনে এক বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিক্ষোভ সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন ইউপিডিএফ ঢাকা ইউনিটের প্রতিনিধি নিরন চাকমা। এতে বক্তব্য রাখেন পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় সভাপতি দীপংকর ত্রিপুরা, হিল উইমেন্স ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক কণিকা দেওয়ান ও গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মিঠুন চাকমা।

বক্তারা বলেন, বিশ্বের সকল বিবেকবান মানবতাবাদী ও শান্তিকামী মানুষের জোর আবেদন উপেক্ষা করে ইসরাইল লেবাননের উপর বর্বরোচিত হামলা অব্যাহত রেখেছে। ক্রমাগত বিমান ও স্থল হামলা চালিয়ে ইসরাইল কার্যতঃ লেবাননকে একটি ধ্বংসস্তুপে পরিণত করেছে। এ পর্যন্ত ইসরাইলী হামলায় নিরপরাধ শিশুসহ ৭৫০ জনের অধিক নিরস্ত্র সাধারণ নাগরিক খুন হয়েছে। নির্বিচার হামলায় ত্রাণ তৎপরতায় নিযুক্ত ৪ জাতিসংঘ কর্মকর্তাও প্রাণ হারিয়েছেন।

বক্তারা আরো বলেন, ইসরাইলের ঔদ্ধত্য এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, আহতদের চিকিৎসা ও ত্রাণ কার্যক্রম চালানোর স্বার্থে জাতিসংঘ ৭২ ঘন্টা বিমান ও রকেট হামলা বন্ধের আহ্বানে পর্যন্ত ইসরাইল সাড়া দেয়নি। ইসরাইলের এ ধরনের মানবতা বিরোধী হত্যালীলা ও ধ্বংসযজ্ঞকে মানবতাবাদী কোন রাষ্ট্র, দল বা ব্যক্তি অনুমোদন করতে পারে না। বক্তরা লেবাননের জনগণের উপর ইসরাইলের এ ধরনের বর্বরোচিত হামলার তীব্র নিন্দা জানান। বক্তারা অবিলম্বে লেবাননের জনগণের উপর ইসরাইলের বর্বরোচিত হামলা বন্ধের লক্ষ্যে দেশের এবং বিশ্বের সকল মানবতাবাদী ও বিবেকবান ব্যক্তি, সংগঠন ও রাষ্ট্রকে লেবানন ও ফিলিস্তিনি জনগণের পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান জানান। বিক্ষোভ সমাবেশ শেষে একটি বিক্ষোভ মিছিল শহরের গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে শেষ হয়।

মুভাছড়িতে ১২০ বছরের বৃদ্ধা!

এ. পি. চাকমা

বয়সের ভারে ন্যুজ হলেও তিনি এখনো অনেক কাজই করতে পারেন। তিনি এখনো কুলো নিয়ে চাল থেকে ধান বাছাই করতে পারেন। লাঠিতে ভর করে পায়ে হেঁটে তিনি পাহাড়ি ঝরণায় স্নান করতে যান। ১২০ বছরের লাদি বালা চাকমা। চোখে যথেষ্ট কানেও শুনেন প্রতিবেদকের বলেন। ছবিতে একটি ছড়ায় স্নান নাম মুভাছড়ি। মধ্য রাঙ্গামাটি জেলার ঘাগড়া ইউনিয়নে। চাকমার নিজ মুভাছড়িতে। তার চাকমা ৮০ বছর বার্ধক্যজনিত আজ থেকে ৪০ একমাত্র ছেলের বয়স ৬৫ বছর। নাম সিংহ মনি চাকমা। লাদি বালা তার ছেলের বাড়িতেই থাকেন। আমরা তার সুস্বাস্থ্য ও মঙ্গলময় জীবন কামনা করি।

লাদি বালা চাকমা। *ছবি: এ. পি. চাকমা, ২১ জুন ২০০৬*

এই বৃদ্ধার নাম এখনো তিনি দেখতে পান এবং বেশ। এই সাথেও তিনি কথা দেখা যাচ্ছে তিনি করছেন। ছড়াটির পার্বত্য চট্টগ্রাম বা কাউখালি থানার লাদি বালা বাড়ি ও স্বামী নগেন্দ্র বয়সে কারণে মারা যান বছর আগে। তার

বনবিভাগের কাছে বিরল প্রজাতির ভালুকের বাচ্চা ও হরিণ হস্তান্তর

অলকেশ চাকমা

ইউপিডিএফ সরকারের বন বিভাগের কাছে বিরল প্রজাতির সূর্যমুখী ভালুকের বাচ্চা ও মায়া হরিণ হস্তান্তর করেছে। এদেরকে দুলাহাজরাস্থ সাফারী পার্কে ছেড়ে দেয়া হয়েছে।

ইউপিডিএফ রাঙ্গামাটি ইউনিটের সংগঠক নতুন কুমার চাকমা গত ৫ আগষ্ট কুদুকছড়িতে চট্টগ্রাম বিভাগীয় বন কর্মকর্তা ও বন্য প্রাণী ব্যবস্থাপনা ও প্রকৃতি সংরক্ষণ বিভাগের প্রধান ড. তপন কুমার দে-র কাছে ভালুকের বাচ্চা দু'টি তুলে দেন। এ সময় ইউপিডিএফ-এর চরণ সিং তঞ্চঙ্গ্যা ও রক্তিম চাকমা উপস্থিত ছিলেন।

অপরদিকে, গত ১৩ আগষ্ট মায়া হরিণ দু'টি ড. তপন কুমার দের কাছে হস্তান্তর করেন ইউপিডিএফ উত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের সংগঠক উজ্জ্বল স্মৃতি চাকমা।

ড. তপন কুমার দে বলেন ভালুকের বাচ্চা দু'টি বিরল প্রজাতির। এগুলো এখন বিলুপ্তির পথে। তিনি বন্য প্রাণী সংরক্ষণে ইউপিডিএফ-এর ভূমিকার প্রশংসা করেন।

ইউপিডিএফ রাঙ্গামাটি ইউনিট জানায়, কুদুকছড়ির জুরছড়ি গ্রামের লোকজন নিকটবর্তী জঙ্গলে ভালুকের বাচ্চা দু'টির সন্ধান পায় ও নিয়ে আসে। পরে বিষয়টি ইউপিডিএফ নেতৃবৃন্দকে অবগত করা হলে তারা ভালুকের বাচ্চাগুলোকে যে স্থানে পাওয়া গেছে সেখানে রেখে আসতে পরামর্শ দেন, যাতে মা ভালুকটি এসে তার বাচ্চাগুলোকে নিয়ে যেতে পারে। কিন্তু রেখে আসার পরও মা ভালুকটি তার বাচ্চাগুলোকে নিতে আসেনি। পরে ইউপিডিএফ বাচ্চাগুলোকে পার্টির হেফাজতে নেয়। ছয় মাস তাদেরকে লালন পালন করার পর শক্ত সামর্থ হয়ে উঠলে ইউপিডিএফ বাচ্চাগুলোকে সরকারের পরিচালনাধীন সাফারী পার্কে কিংবা চিড়িয়াখানায় হস্তান্তর করার সিদ্ধান্ত নেয়। সেই মোতাবেক দুলাহাজরাস্থ সাফারী পার্কে ও ড. তপন কুমার দের সাথে যোগাযোগ করা হয়। মি. দে এতে অত্যন্ত উৎসাহ দেখান এবং নিজের উদ্যোগে রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়ি গিয়ে ইউপিডিএফ-এর হেফাজত থেকে বন্য প্রাণীগুলোকে নিয়ে এসে সাফারী পার্কে অবমুক্ত করেন।

ইউপিডিএফ নেতৃবৃন্দ ভালুকের বাচ্চা দুটি আনুষ্ঠানিকভাবে হস্তান্তর করছেন। ফটো ইউপিডিএফ রাঙ্গামাটি ইউনিট

হরিণ দুটি সরকারের কাছে হস্তান্তরের আগে সেগুলো শিকারীদের নিকট থেকে পার্টির খাগড়াছড়ি ইউনিটের হেফাজতে নেয়া হয়। হরিণ দু'টোর একটিকে ইউপিডিএফ দীর্ঘদিন ধরে লালন পালন করে।

৩য় পাতায় দেখুন

ঢাকায় র‍্যাবের হাতে দুই পাহাড়ি ছাত্র নির্যাতনের শিকার

গত ১২ আগষ্ট '০৬ ঢাকায় র‍্যাবের হাতে দুই পাহাড়ি ছাত্র নির্যাতনে শিকার হয়েছে। তারা হলেন বেনজিন চাকমা(২০) পিতা- বৃষকেতু চাকমা, গ্রাম- তারাবন্যা, পানছড়ি ও রেমিন চাকমা (২০) পিতা-অমৃত চাকমা গ্রাম- ডিবি পাড়া, দীঘিনালা, বাবুছড়া। বেনজিন চাকমা ঢাকা কলেজের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের ১ম বর্ষের ছাত্র এবং রেমিন চাকমা একই কলেজের সমাজ বিজ্ঞান বিভাগের ১ম বর্ষের ছাত্র। তারা দু'জনই মোহাম্মদপুরে অবস্থিত পাহাড়ি হোস্টেলে থেকে পড়াশুনা করছে।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়; ১২ আগষ্ট রাত আনুমানিক ৭.৩০/ ৮.০০ টার সময় বেনজিন এবং রেমিন শ্যামলী এলাকায় বেড়াতে যায়। সেখানে পাহাড়ি চেহারার এক মহিলাকে দেখলে তারা তার সাথে আলাপ করতে চায়। এ সময় পাশে থাকা কিছু সাদা পোশাকধারী লোক মহিলাটির পরিচয় জানতে চাওয়া নিয়ে তাদের সাথে বচসায় লেগে যায়। আসলে ঐ মহিলাটি ছিল এক র‍্যাব কর্মকর্তার স্ত্রী, যা বেনজিন ও রেমিন জানতো না। পরে ঐ সাদা পোশাকধারী লোকেরা নিজেদেরকে র‍্যাব বলে পরিচয় দেয় এবং ক্ষমতা জায়েজ করতে তাদের (বেনজিন এবং রিমেনকে) মারতে উদ্যত হয়। এ সময় বেনজিনরা বচসা এড়িয়ে যেতে চাইলে ঐ র‍্যাব পরিচয়ধারী লোকেরা তাদেরকে ধরে গাড়িতে তুলে মিরপুরের পাইকপাড়ায় র‍্যাব-৪ এর হেডকোয়ার্টারে লেঃ কর্নেল শহীদুলের কাছে নিয়ে যায়। সেখানে তাদের ওপর অকথ্য শারিরীক নির্যাতন চালানোর পর ১৩ আগষ্ট '০৬ বিকাল ৪.৩০ টায় ছেড়ে দেয়া হয়।

মাইসছড়িতে ভূমি বেদখল প্রচেষ্টা: সেটলাররা ১ ব্যক্তিকে কুপিয়েছে

স্বাধিকার রিপোর্ট॥

গত ২৭ আগষ্ট সকাল দশটায় সেনা প্রহরায় শতাধিক সেটলার উত্তর পার্বত্য চট্টগ্রামের মাইসছড়ির উগুদোছড়িতে গিয়ে বিহার পাড়া নামক জায়গা জোরপূর্বক দখলের উদ্দেশ্যে ঝোপ ঝাড় পরিস্কার করতে থাকে। এতে এলাকাবাসী বাধা প্রদান করলে সেটলাররা তাদের ওপর দা ও লাঠিসোটা দিয়ে হামলা চালায়। এই হামলায় দীপু চাকমা (২৫) পীং দয়াল কুমার চাকমা নামে এক ব্যক্তি গুরুতর আহত হয়। তাকে খাগড়াছড়ি সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

ইউনাইটেড পিপল্‌স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট চট্টগ্রাম ইউনিট ২৮ আগষ্ট এক বিবৃতিতে উক্ত ভূমি বেদখলে বাধাদানকারী পাহাড়িদের ওপর সেটলার হামলার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছে।

বিবৃতিতে অবিলম্বে ভূমি বেদখল বন্ধ করার আহ্বান জানিয়ে বলা হয়, একটি বিশেষ স্বার্থান্বেষী মহল আগামী সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে পার্বত্য চট্টগ্রামের পরিস্থিতি অশান্ত ও অস্থিতিশীল করার জন্য সেটলারদের দিয়ে একের পর এক ভূমি আগ্রাসন চালাচ্ছে।

বিবৃতিতে ভূমি দস্যু ও তাদের মদদদাতাদের বিচার ও আহত দীপু চাকমাকে যথাযথ ক্ষতিপূরণ প্রদানের দাবি জানানো হয়েছে।

ইউনাইটেড পিপল্‌স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ) -এর প্রচার ও প্রকাশনা বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রচারিত।
সম্পাদকীয় যোগাযোগ: ইউপিডিএফ কার্যালয়, স্বনির্ভর বাজার, উত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম (খাগড়াছড়ি)